Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কোরবানীর ইতিহাস ফাযায়েল ও মাসায়েল

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফরিদুল ইসলাম

রোলঃ 215001455

২ ডিসেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কোরবানীর ইতিহাস ফাযায়েল ও মাসায়েল

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ফরিদুল ইসলাম

রোলঃ 215001455

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কোরবানীর ইতিহাস ফাযায়েল ও মাসায়েল" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ফরিদুল ইসলাম, আইডিঃ 215001455 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর) (স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতী জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "কোরবানীর ইতিহাস ফাযায়েল ও মাসায়েল" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতী জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২ ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং

ফরিদুল ইসলাম

আইডিঃ 215001455

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা সংখ্যা
ভূমিকা	৬
কুরবানীর আভিধানিক অর্থ :	৯
কুরবানীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি	৯
কুরবানী ঈদের প্রাক ইতিহাস	১০
কুরবানীর পটভূমি	১২
কুরবানীর প্রথম পটভূমি	১২
কুরবানীর দ্বিতীয় পটভূমি	১৩
মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে কুরবানী	১৫
আরব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে কুরবানী	১৭
প্রত্যেক উম্মাতের কুরবানীর সংস্কৃতি ছিল	১৮
কুরবানীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিলুপ্তির অপচেষ্টা এবং তা প্রতিহত করণ	১৯
কুরবানীর শিক্ষা	১৯
কুরবানীর ফযীলত	২০
উপসংহার	২২
কিছু প্রশ্ন-উত্তর	২৩

ভূমিকা

بالله من بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريم أما بعد : فاعوذ

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها

ولا دمائها ولكن يناله التقوى منكم

الخ

عن زيد بن أرقم قال أصحاب رسول الله ما هذا الاضاحي يا

والسلام رسول الله ؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه الصلوة

সকল প্রশংসা মহান আল্লাহ তায়ালার এবং লক্ষ কোটি দুরুদ বর্ষিত হোক হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি।

প্রিয় পাঠক একটু ভাবুন!

কুরবানীর নিয়ত করার সাথে সাথে স্মরণ করুন প্রায় সাড়ে চার হাযার বছর পূর্বে ইব্রাহীম ও ইসমাঈলের অশ্রুতপূর্ব কুরবানীর কথা। স্মরণ করুন,আল্লাহর হুকুমে বৃদ্ধ বয়সের চোখের মণি একমাত্র সন্তান ইসমাঈলকে নিজ হাতে ছুরি চালিয়ে হত্যায় উদ্যত পিতা ইব্রাহীমের কথা। স্মরণ করুন, সেই অটুট আত্মনিবেদনের তাৎক্ষণিক পুরস্কার হিসাবে জীবন্ত ইসমাঈলকে ফিরে পাওয়ার আনন্দাপ্লুত পিতার অনন্য চেহারার কথা। স্মরণ করুন, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর হুকুমে তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে সৃষ্টিজগতের সর্বাধিক প্রিয় বস্তুকে উৎসর্গ করার অতুলনীয় স্মৃতির কথা।

ত্যাগ ও ভোগের মিলিত আনন্দ নিয়ে মুমিনের উপর বিধিবদ্ধ হয়েছে কুরবানীর ইলাহী বিধান। যা মুমিন হৃদয়ে সৃষ্টি করে শয়তানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যাওয়ার আপোষহীন উত্থান। ভোগের আনন্দ ক্ষণিক। কিন্তু ত্যাগের আনন্দ স্থায়ী ও মহিমান্বিত। ভোগের আনন্দ দুনিয়াতেই সীমিত।

কিন্তু ত্যাগের আনন্দ দুনিয়া ও আখেরাতে পরিব্যপ্ত। ইসলাম ত্যাগ ও ভোগের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করেছে ও আল্লাহর জন্য ত্যাগকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছে। ত্যাগ

মানুষকে বিনয়ী, সহনশীল, সংযমী ও সর্বোপরি মানবতাবাদী হ'তে শিক্ষা দেয়। কুরবানী উপলক্ষে ঈদুল আযহা সেই মহান ত্যাগেরই এক অনন্য উৎসব।

কুরবানীর মূল প্রেরণা হ'ল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠভাবে আনুগত্য প্রকাশ করা। বিত্তের মোহ, ভোগ-বিলাসের আকর্ষণ, সন্তানের স্নেহ, স্ত্রীর মহব্বত সবকিছুর ঊর্ধ্বে আল্লাহ্র প্রতি নিজেকে নিরঙ্কুশভাবে সমর্পণ করে দেওয়া। কেননা বান্দা যখন আল্লাহর নিকটে নিজেকে সোপর্দ করে দেয়,

তখন আল্লাহ তার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ও তাঁর পরিবার ছিলেন এমনই এক আত্মনিবেদন ও আত্মসমর্পণের অনন্য প্রতীক । আল্লাহর প্রতি ইব্রাহীমের নিখাদ আনুগত্য আমাদেরকে আকুলিত করে। পিতার ছুরির নীচে কুরবানী হওয়ার জন্য পুত্র ইসমাঈলের আত্মসমর্পণ ও নির্ভেজাল আনুগত্য আমাদের ব্যাকুলিত করে। প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে শিহরিত করে তোলে। একমাত্র সন্তান ইসমাঈল ও স্ত্রী হাজেরাকে মক্কার নির্জন প্রান্তরে আল্লাহ্র যিম্মায় রেখে বুকে পাষাণ বেঁধে যখন ইব্রাহীম ফিরে যাচ্ছেন, তখন উৎকণ্ঠিত হাজেরা পিছু পিছু এগুচ্ছেন আর বলছেন, ওহে স্বামী! এ বিরান ভূমিতে আপনি আমাদের নিঃসঙ্গ ফেলে যাচ্ছেন কেন?

নির্বাক ইব্রাহীমের অসহায় দৃষ্টি! জবাব না পেয়ে বিবি হাজেরা ঈমানী তেজে বলে ওঠেন, তাহলে কি আল্লাহ আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন? ইব্রাহীম মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ। তখন নির্ভীক হাজেরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলে উঠেন 'তাহ'লে আল্লাহ কখনোই আমাদের ধ্বংস করবেন না' (বুখারী হা/৩৩৬৪)।

ইতিমধ্যেই একে একে পার হয়ে গেল ১৩/১৪টি বছর। সন্তানের প্রতি গভীর স্নেহে সিক্ত পিতার উপর নেমে এল এক কঠিন পরীক্ষা। আল্লাহর হুকুমে নিজ সন্তানকে নিজ হাতে কুরবানী করার ভয়ংকর আত্মত্যাগের পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় উত্তরণ ছিল তাঁর জন্য আল্লাহ প্রেমের এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। তিনি জানতেন না যে, আল্লাহ সন্তান কুরবানী চাননি, চেয়েছিলেন ইব্রাহীমের আনুগত্যের পরীক্ষা নিতে। আর সে কারণেই বেঁচে গেলেন ইসমাঈল। পুত্রের বদলে কুরবানী হ'ল দুম্বা। চালু হ'ল ত্যাগ ও ভোগের

আনন্দপূত ঈদুল আযহার চিরস্থায়ী বিধান। আল্লাহ্র ভালোবাসার নিকট পুত্রের ভালোবাসা যে গৌণ, সেটাই প্রমাণ করেন ইব্রাহীম। এর চাইতে আল্লাহ প্রেমের বড় উদাহরণ পৃথিবীতে আর আছে কি? দুনিয়া নয়, আখেরাতই যে মুখ্য, সেটাই ছিল কুরবানীর সবচেয়ে বড় শিক্ষা। তৎকালীন পুঁতিগন্ধময় সমাজ ছিল শয়তানের আনুগত্যে পূর্ণ। শিরক আর অনৈতিকতায় ভেসে চলছিল সমাজ। এমনি সময় আল্লাহ্র প্রতি ইব্রাহীমের অনন্য আনুগত্য ছিল এক বৈপ্লবিক ঈমানী জাগরণ। সে জাগরণ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক নয়; বরং তা ছিল নৈতিক ও মানবিক জাগরণ।

যে জাগরণের ঢেউয়ে তৎকালীন ইরাকী সমাজে সৃষ্টি হয় পরিবর্তনের নতুন চমক। নিভে যায় নমরূদের জ্বলন্ত হুতাশন । সেদিনের ন্যায় আজকের বিশ্ব ফেলে আসা নমরূদী সমাজ ব্যবস্থার প্রতিচ্ছবি। দুর্নীতির পঙ্কে আকণ্ঠ নিমজ্জিত আজ সমাজের প্রায় প্রতিটি স্তর। মূল্যবোধ আজ তিরোহিত। ব্যক্তি ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে মনুষ্যত্ব পরাভূত। তুচ্ছ দুনিয়ার লক্ষ্যে আখেরাত বিসর্জনের প্রতিযোগিতা চলছে সর্বত্র।

এ অধঃপতিত সমাজকে টেনে তোলার জন্য চাই ইব্রাহীমী তাক্বওয়াশীল নেতৃত্ব ও ইসমাঈলী আনুগত্যশীল একদল অকুতোভয় চেতনাদীপ্ত মানুষ। নিঃসন্দেহে ইব্রাহীমী ঈমান ও ইসমাঈলী ত্যাগের মহান আদর্শই পারে জাতির হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে। তাই কুরবানীর পশুর গলায় ছুরি চালানোর আগে নিজের মধ্যে লুক্কায়িত পশুত্বের গলায় ছুরি চালানো আবশ্যক। জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভোগের বদলে মানবিকতার উত্থান হৌক!

আত্মত্যাগের স্বচ্ছ চেতনায় আলোকিত হৌক আমাদের সার্বিক জীবন, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে ইব্রাহীমী ত্যাগের প্রতিফলন ঘটুক, আল্লাহর নিকটে সেটাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। আল্লাহ আমাদেরকে ও আমাদের পরিবারকে তাঁর সৎকর্মশীল বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করুন- আমীন!

কুরবানীর আভিধানিক অর্থ :

আরবী قرب বা قربان শব্দটি উর্দূ ও ফার্সীতে قربانى (কুরবানী) রূপে রূপান্তরিত হয়েছে। যার অর্থ, নৈকট্য, সান্নিধ্য। পবিত্র কুরআন ও হাদীছে এর কয়েকটি সমার্থক শব্দ পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

(১) نحر অর্থে। যেমন- আল্লাহ রাববুল আলামীনের বাণী فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ 'সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন' (কাওছার ২)। এই অর্থে কুরবানীর দিনকে يوم النحر বলা হয়।

(২) نسك অর্থে। যেমন- মহান আল্লাহর বাণী- قُلْ إِنَّ صَلاَتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ- 'আপনি বলুন, আমার ছালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মরণ সবই বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য নিবেদিত' (আন'আম ১৬২)।

(৩) منسك অর্থে। যেমন আল্লাহর বাণী- لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً 'আমি প্রত্যেক উম্মাতের জন্য কুরবানীর বিধান রেখেছি' (হজ্জ ৩৪)।

(৪) الاضحى অর্থে। হাদীছে এসেছে- এই অর্থে কুরবানীর ঈদকে عيد الاضحى বলা হয়।

কুরবানীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি

বিশ্বের সকল জাতিই তাদের আনন্দ উৎসব প্রকাশের জন্য নির্দিষ্ট দিবস পালন করে থাকে। এ সকল দিবস স্ব স্ব ধর্মের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা অথবা কারো জন্ম বা মৃত্যু দিন অথবা কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে নির্ধারিত হয়েছে। এসব দিবসে প্রত্যেক জাতি তাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতি (Culture) ও বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটায়।

সারা বিশ্বের প্রায় দুই কোটি খৃষ্টান যীশুখৃষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে ২৫ ডিসেম্বরকে তাদের উৎসবের (Xmas day) 'বড় দিন' হিসাবে পালন করে। প্রায় সত্তর পঁচাত্তর লাখ বৌদ্ধ গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষে ২২ মে কে তাদের উৎসবের দিন 'শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা'

হিসাবে পালন করে থাকে। সবচেয়ে বেশী উৎসবের দিন হ’ল হিন্দু জাতির। তারা ১২ মাসে ১৩টি উৎসব পালন করে থাকে। তবে এর মধ্যে লক্ষ্মীপূজা ও দুর্গাপূজা অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে পালন করা হয়। সারা বিশ্বের প্রায় দেড়শ’ কোটি মুসলমান মাহে রামাযানের শেষে শাওয়ালের প্রথম তারিখে ঈদুল ফিতর এবং যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখকে ঈদুল আযহা বা কুরবানীর ঈদ হিসাবে পালন করে থাকে। মুসলমানদের এ কুরবানীর ঈদের রয়েছে একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি।

কুরবানী ঈদের প্রাক ইতিহাস

আমরা যেভাবে কুরবানীর ঈদ উদযাপন করি তার শুরু বস্তুত হিজরতের অব্যবহতি পরে। মুসলিম জাহানে এ পবিত্র উৎসবটি পালন কিভাবে শুরু হয় তার একটি বিস্তারিত বর্ণনা প্রদান আবশ্যক। কারণ ঈদুল-আযহা তথা কুরবানী দিবসের মাহাত্ম্য ও সুমহান তাৎপর্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হ’লে এ ইতিহাস জানা একান্তভাবেই প্রয়োজন। মুহাম্মাদ (ছাঃ) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করলেন। মদীনায় এসে তিনি জানতে পারলেন যে, সেখানকার অধিবাসীগণ শরতের পূর্ণিমায় ‘নওরোজ’ ও বসন্তের পূর্ণিমায় ‘মিহিরজান’ নামে দু’টি উৎসব প্রতিবছর উদযাপন করে থাকে। কিন্তু এ দু’টি উৎসবের চালচলন, রীতিনীতি ছিল ইসলামের সুমহান আদর্শ ও ঐতিহ্য-সংস্কৃতির পরিপন্থি। শ্রেণী-বৈষম্য, ধনী-দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান, ঐশ্বর্য-অহমিকার পূর্ণ স্বীকৃতি প্রদান করত এ দু’টি উৎসব। দু’টি উৎসব ছিল ছয়দিন ব্যাপী এবং এই বারোটি দিন ভাগ করে দেয়া হ’ত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনদের মধ্যে। কোন একটি দিনকে চিহ্নিত করা হ’ত ‘নওরোজ-এর হাসা, বা ‘নওরোজ-এ বুযুর্গ’ হিসাবে শুধুমাত্র বিত্তবানদের জন্য নির্ধারিত। সেদিন কোন হতদরিদ্র বা নিঃস্বের অধিকার থাকত না। নওরোজ উৎসব উদযাপনে শালীনতা-বিবর্জিত নর্তকী ও চরিত্রহীনা ‘কিয়ানদের’ জন্যও একটি দিবস বিশেষভাবে পরিচিত হ’ত। সাধারণ মানুষের জন্য নওরোজ আম্মা হিসাবে চিহ্নিত করা হ’ত শুধুমাত্র একটি দিনকে। অন্য পাঁচটি দিনের উৎসবে অংশগ্রহণের বিন্দুমাত্র কোন সুযোগ ছিল না বিত্তহীন সহায়-সম্বলহীন সাধারণ মানুষের। এই ‘নওরোজ-এ আম্মা’

দিবসটিকে অবজ্ঞা ও ঘৃণার চোখে দেখত আমীর-ওমারাহ ও বিত্তশালী ব্যক্তিগণ। সাধারণ, দরিদ্র অসহায় মানুষ কোনক্রমে এ দিবসটি উদযাপন করত ব্যথা-বেদনা ও লাঞ্ছনার মাধ্যমে।

কিন্তু ইসলাম হচ্ছে শান্তি ও মিলনের ধর্ম। সাম্য, মৈত্রী, প্রেম-প্রীতির ধর্ম। ইসলাম তো শ্রেণীবৈষম্যের স্বীকৃতি দেয় না। তাই শ্রেণীবৈষম্য নির্ভর শালীনতা-বিবর্জিত উৎসব দু'টির বিলুপ্তি ঘটিয়ে মনুষ্য সৃষ্ট কৃত্রিম পার্থক্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ধনী-দরিদ্রের মহামিলনের প্রয়াসে মহানবী (ছাঃ) প্রবর্তন করলেন দু'টি উৎসব তথা ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা বা কুরবানীর ঈদ।

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) মদীনায় আগমনের পর দেখলেন মদীনাবাসীদের দু'টি উৎসবের দিন রয়েছে, এ দিনে তারা খেলাধুলা, আনন্দ ও চিত্তবিনোদন করে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ দু'টি দিন কি? তারা বলল, জাহেলী যুগে আমরা এইদিনে আনন্দ উৎসব, খেলাধুলা করতাম। রাসূল (ছাঃ) তখন বললেন, আল্লাহ তা'আলা এই দুই দিনের পরিবর্তে এর চেয়ে উত্তম দুইটি দিন তোমাদেরকে দান করেছেন। একটি হ'ল ঈদুল ফিতর অপরটি হ'ল ঈদুল আযহা তথা কুরবানীর ঈদ (নাসাঈ হা/১৫৩৮; মিশকাত হা/১৪৩৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২০২১)। এতে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেল 'নওরোজ' ও 'মিহিরজান' উৎসব উদযাপন। শ্রেণী বৈষম্য-বিবর্জিত, পঙ্কিলতা ও অশালীনতামুক্ত সুনির্মল আনন্দ উপভোগ শুরু হ'ল ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা তথা কুরবানীর ঈদ উদযাপনের মাধ্যমে। জন্ম নিল সুসিণগ্ধ, প্রীতিঘন সাম্য, ত্যাগ ও মিলনের উৎসব।

কুরবানীর পটভূমি

কুরবানীর প্রথম পটভূমি

মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম কুরবানীর ঘটনা ঘটে আদম (আঃ)-এর দুই পুত্র হাবিল-কাবীলের মাধ্যমে। কুরআনুল কারীমে হাবিল-কাবীলের কুরবানীর ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে-

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ- لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِيْ مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعَالَمِيْنَ-

‘হে রাসূল! আপনি তাদেরকে আদমের পুত্রদ্বয়ের বৃত্তান্ত যথাযথভাবে পাঠ করে শুনান। যখন তারা উভয়েই কুরবানী করেছিল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হ’ল এবং অন্যজনের কুরবানী কবুল হ’ল না। সে (কাবীল) বলল, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। অপরজন (হাবিল) বলল, অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদের কুরবানী কবুল করেন। সে (হাবিল) বলল, যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত কর, তবুও আমি তোমাকে হত্যা করতে তোমার প্রতি হস্ত প্রসারিত করব না। কেননা আমি বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি’ (মায়েদা ২৭-২৮)।

তৎকালীন সময়ে কুরবানী গৃহীত হওয়ার একটি সুস্পষ্ট নিদর্শন ছিল এই যে, আকাশ থেকে একটি অগ্নিশিখা এসে কুরবানীকে ভস্মিভূত করে আবার অন্তর্হিত হয়ে যেত। যে কুরবানী অগ্নি এসে ভস্মিভূত করত না তাকে প্রত্যাখ্যাত মনে করা হ’ত।

হাবিল ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি পশু পালন করত। সে একটি মোটা তাজা উৎকৃষ্ট দুম্বা কুরবানী করল। কাবীল কৃষি কাজ করত সে কিছু শস্য, গম ইত্যাদি কুরবানীর জন্য পেশ করল। অতঃপর নিয়ম অনুযায়ী আকাশ থেকে অগ্নিশিখা অবতরণ করে হাবিলের কুরবানিটি ভস্মিভূত করে দিল এবং কাবীলের কুরবানী যেমনি ছিল তেমনি পড়ে রইল। এ অকৃতকার্যতায় কাবীলের দুঃখ ও ক্ষোভ আরও বেড়ে গেল। সে আত্মসংবরণ করতে পারল না এবং প্রকাশ্যে হাবিলকে বলে দিল لاقتلنك ‘অবশ্যই আমি তোমাকে হত্যা

করব’। হাবিল তখন ক্রোধের জবাবে ক্রোধ প্রদর্শন না করে একটি মার্জিত নীতিবাক্য উচ্চারণ করল। এতে কাবীলের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা ফুটে উঠেছিল। সে (হাবিল) বলল, انما يتقبل الله من المتقين ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা মত্তাকী ব্যক্তিদের কুরবানী কবুল করেন’।

কুরবানীর দ্বিতীয় পটভূমি

কুরবানীর প্রচলন আদি পিতা আদম (আঃ)-এর সময় থেকে শুরু হ’লেও মুসলিম জাতির কুরবানী মূলতঃ ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) এবং তদীয় পুত্র ইসমাঈল যবীহুল্লাহ (আঃ)-এর কুরবানীর স্মৃতি রোমন্থন, অনুকরণ অনুসরণে চালু হয়েছে।

আল্লাহ তা‘আলা মানব জাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন অগ্নি পরীক্ষা নিয়েছিলেন ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট থেকে। তিনি প্রতিটি পরীক্ষায় হিমাদ্রীসম ধৈর্য ও ত্যাগের মাধ্যমে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বাণী, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيْمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً ‘যখন ইবরাহীম (আঃ)-কে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করলেন, তখন তিনি বললেন, আমি তোমাকে মাবনজাতির নেতা বানিয়ে দিলাম’ (বাক্বারাহ ১২৪)।

ইসমাঈল (আঃ) যখন চলাফেরা করার মত বয়সে উপনীত হ’লেন, তখন ইবরাহীম (আঃ) তাঁর প্রাণ প্রতীম পুত্রকে কুরবানী করার জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হ’লেন। একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, নবীগণের স্বপ্নও ‘অহি’। তাই এ স্বপ্নের অর্থ ছিল, আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি স্বীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী করার নির্দেশ। এ নির্দেশটি সরাসরি কোন ফেরেশতার মাধ্যমেও নাযিল হ’তে পারত। কিন্তু স্বপ্ন দেখানোর তাৎপর্য হ’ল, ইবরাহীম (আঃ)-এর আনুগত্য পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পাওয়া। স্বপ্নে প্রদত্ত আদেশের ভিন্ন অর্থ করার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) ভিন্ন অর্থের পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে আল্লাহর আদেশের সামনে মাথা নত করে দেন।

আত্মসমর্পণকারী ইবরাহীম (আঃ) এই কঠোর পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। তিনি পুত্র ইসমাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন, يَا بُنَيَّ إِنِّيْ أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّيْ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى ‘হে বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, তোমাকে যবেহ করছি। এ বিষয়ে তোমার অভিমত কি’?

নবী-রাসূলগণের স্বপ্ন নিদ্রাপুরীর কল্পনা বিলাস নয়। এ আদেশ অহি-র অন্তর্ভুক্ত। পুত্র ইসমাঈল (আঃ) পিতার এ প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বলতে পারতেন এটি একটি নিছক স্বপ্ন বৈ কিছুই নয়। কিন্তু তিনি তা না বলে অত্যন্ত বিনয় ও আনুগত্যের সাথে স্বীয় পিতাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ ‘পিতা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে আপনি তা পালন করুন। আল্লাহ চাহে তো আপনি আমাকে ছবরকারীদের মধ্যে পাবেন’ (ছাফফাত ১০২)।

আত্ম নিবেদনের এ কি চমৎকার দৃশ্য! জনমানবহীন মিনা প্রান্তরে ৯৯ বছরের বৃদ্ধ ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ইসমাঈলকে কুরবানী করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে এবং তাঁরই অনুরাগ ও প্রেমলাভ করার দুর্ণিবার আগ্রহে পুত্রকে কুরবানীর মেষের মতই উপুড় করে শুইয়ে দিলেন। আর কণ্ঠনালীকে কাটার জন্য বার্ধক্যের শেষ শক্তি একত্রিত করে শাণিত ছুরি তুলে ধরলেন। পুত্র ইসমাঈলও শাহাদতের উদগ্র বাসনা নিয়ে নিজের কণ্ঠকে বৃদ্ধ পিতার সুতীক্ষ্ণ ছুরির নিচে স্বেচ্ছায় সঁপে দিলেন। এ এক অভাবনীয় দৃশ্য! পৃথিবীর জন্ম থেকে এমন দৃশ্য কেউ অবলোকন করেনি। এ দৃশ্য দেখে পৃথিবী যেন থমকে দাঁড়ায়। পৃথিবীর সকল সৃষ্টি যেন অপলক নেত্রে চেয়ে থাকে এ চরম পরীক্ষার দিকে। সকল সৃষ্টিই যেন নিথর নিস্তব্ধ হয়ে যায় এ দৃশ্য অবলোকনে। কিন্তু না চরম আত্মত্যাগী ইবরাহীম (আঃ)ও চরম আত্মোৎসর্গকারী ইসমাঈল (আঃ) এ কঠিন ও চূড়ান্ত পরীক্ষায়ও কৃতকার্য হ’লেন। মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘোষণা হ’ল- وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيْمُ- قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ- إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِيْنُ- وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ- ‘তখন আমি তাঁকে ডেকে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেছ। আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। নিশ্চয়ই এটা একটি সুস্পষ্ট পরীক্ষা। আমি এর পরিবর্তে যবেহ করার জন্য দিলাম এক মহান পশু’ (ছাফফাত ১০৪-১০৭)।

বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি সদয় হ'লেন। ইসমাঈলের রক্তের পরিবর্তে তিনি পশুর রক্ত কবুল করলেন। আর ইবরাহীম (আঃ)-এর পরবর্তী সন্তানদের জন্য কুরবানীর সুন্নাতকে জারি রাখলেন।

আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পণের এই মহান স্মৃতিকে চির জাগ্রত করার জন্যই ১০ যিলহজ্জকে আল্লাহ চির স্মরণীয় ও বরণীয় করেছেন। জন্ম থেকে জীবনের ৯৯টি বছর ধরে একের পর এক পরীক্ষা করে যখন আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রতি সন্তুষ্ট হ'লেন, তখন তাঁর এই সুমহান কীর্তি পৃথিবীর সকল মুসলমানের জন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত অবিস্মরণীয় ও স্থায়ী করে দিলেন। নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে। وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِيْنَ 'আমি তাঁর জন্য এ বিষয়টি পরবর্তীদের জন্য পালনীয় করে রেখেছি' (ছাফফাত ১০৮)।

আজও আমরা সেই ইবরাহীমী সুন্নাতের অনুসরণেই প্রতি বছর যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখে পশু কুরবানী করে থাকি। এটি মুসলিম মিল্লাতের অন্যতম একটি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। ক্বিয়ামত উষার উদয়কাল পর্যন্ত এই মহান আত্মত্যাগের ধারাবাহিকতা চলমান থাকবে ইনশাআল্লাহ।

মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে কুরবানী

মুসলিম জাতি যেহেতু শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উম্মাত, সেহেতু তাঁর সুন্নাত বা ঐতিহ্য সংস্কৃতি ছাড়া অন্য কোন নবীর ঐতিহ্য-সংস্কৃতি লালন-পালন করে না, একমাত্র ইবরাহীম (আঃ)-এর ঐতিহ্য-সংস্কৃতি ব্যতীত। কেননা তিনি মুসলিম জাতির জনক। তাই ইবরাহীম (আঃ) স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে প্রাণপ্রিয় পুত্রকে কুরবানী করার অবিস্মরণীয় আত্মত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের প্রয়াসকে আমরা চির অম্লান করে রাখার লক্ষ্যে প্রতি বছর ১০ই যিলহজ্জ তারিখে কুরবানী করে থাকি। কেননা এ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জাগরুক রাখতে আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন- فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ 'আপনি

আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে ছালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন' (কাওছার ২)।

আমাদের সাহিত্য অঙ্গনে এমন আত্মত্যাগ বিজড়িত ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় বেশ কয়েক শতাব্দী পূর্ব থেকেই। কুরবানীর মহান আদর্শে আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। ইবরাহীম (আঃ) ও ইসমাঈল (আঃ)-এর সুমহান আত্মত্যাগ অনন্য আদর্শরূপে মহিমা অর্জন করছে। কবি আলাওল, ইসমাঈল হোসেন সিরাজী, গোলাম মোস্তফা, শাহাদত হোসেন, ফররুখ আহমেদ, কাযী নযরুল ইসলাম প্রমুখ সাহিত্যরথীকে ত্যাগ-তিতিক্ষা তথা মহামানবতার আদর্শ উচ্চারণে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছে। কিন্তু এ ভূ-খন্ডের সাহিত্য ক্ষেত্রে কুরবানীর মহোত্তম প্রভাব যার রচনায় সত্যিকার অর্থে প্রত্যক্ষভাবে একান্ত নিষ্ঠায় উচ্চারিত হয়েছে, তিনি আমাদের জাতীয় কবি কাযী নযরুল ইসলাম। কুরবানীর কাহিনী তার মনে এক অভাবনীয় চেতনা ও আদর্শবাদিতার সৃজন ঘটিয়েছে। এই চেতনা ও বোধ-বোধির অন্তরাল থেকেই তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'কুরবানীর' সৃষ্টি। কুরবানী আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে যে অনন্ত, নির্বিবোধ শক্তির উদ্বোধন, তারই জয়গীতি। সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে আত্মবিসর্জনের যে পরম শান্তি, তা লাভের জন্য প্রেরণাদান করেছেন, উদ্বুদ্ধ করেছেন কবি। এ শান্তি মানুষকে এক অনির্বচনীয় আনন্দলোকে উত্তরণ ঘটায়। এ স্বপ্ল পরিসরে কবি কাযী নযরুল ইসলামের কবিতার গুটিকয়েক চরণ উদ্বৃতির মাধ্যমে কুরবানী সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা, পরিচয়-পরিচিতি ও মুসলিম ঐতিহ্য-সংস্কৃতির স্বরূপ অবলোকন করা যায়। কবির ভাষায়-

ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন

ওরে শক্তি-হস্তে মুক্তি, শক্তি রক্তে সুপ্ত শোন।

এই ইবরাহীম আজ কুরবানী কর শ্রেষ্ঠ পুত্র ধন!

খুন এ যে, এতে গোর্দা ঢের রে, ত্যাগে বুদ্ধ মন।

এতে মা রাখে পুত্র পণ!

তাই জননী হাজেরা বেটারে পরালো বলির পূত বসন।

ওরে মুক্তি স্বাধীনতা দেবে এই সে খুন-মোচন!

আজ আল্লাহর নামে জান কুরবানে ঈদের পূত বোধন।

ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন

মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি দেশ ও জনপদে কুরবানীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে উদযাপন করা হয়। কুরবানীর দিনগুলোতে সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক প্রায় প্রতিটি সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিনে কুরবানী ঈদের বিশেষ ক্রোড়পত্র ছাপানো হয়। কোন কোন সংবাদপত্র ও ম্যাগাজিন কর্তৃপক্ষ বহু পৃষ্ঠাব্যাপী কুরবানীর ঈদ সংখ্যা ছাপেন। ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ায় বিশেষ অনুষ্ঠান মালা পরিবেশিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্য, লেখা-পড়া ও চাকুরীর জন্য বাড়ী থেকে দূর-দূরান্তে চলে যাওয়া মানুষগুলো পরিবার-পরিজনের সাথে কুরবানীতে অংশগ্রহণের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হ’লেও বাড়ীতে চলে আসেন। শহরে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে সর্বত্রই সাজ-সাজ রব পরিলক্ষিত হয়। ধনী-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র, রাজা-প্রজা সকল ভেদাভেদ ভুলে সকলেই খোলা আকাশের নীচে এক কাতারে দাঁড়িয়ে ঈদের ছালাত আদায় করে। ছালাতের পর সকলে একসাথে কুরবানী করে কুরবানীর গোশত গরীব-দুঃখী, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে বিতরণের যে ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তা সত্যিই অবিস্মরণীয়।

আরব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিতে কুরবানী

আরব দেশে প্রাচীনকালে ‘আতিয়া’ ও ‘ফারা’ নামক দু’ধরনের বলিদান অনুষ্ঠান বা এক বিশেষ ধরনের কুরবানী প্রথা চালু ছিল। রজব মাসে অনুষ্ঠিত হ’ত বলে এ কুরবানীকে রাজাবিয়াহও বলা হ’ত। যে দেবতার নামে এই বলিদান অনুষ্ঠিত হ’ত বলিদানের পর নিহত পশুর রক্ত তার উপর নিক্ষেপ বা লেপন করা হ’ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এসব অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেন (বুখারী হা/৫০৫১; মুসলিম হা/৩৬৫২)।

জাহেলী যুগে আরববাসীগণ লাত, উযযা, হুবল এবং বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পৃক্ত এমনি ধরনের অজস্র বুত-প্রতিমা তথা গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে কুরবানী করত। স্বীয় পুত্রের প্রাণ বলি দিয়ে প্রতিমার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করত। অনেকেই মূর্তির নামে নিজ নিজ সন্তানদেরকে গলা কেটে বা সমুদ্রে ডুবিয়ে অথবা আগুনে জ্বালিয়ে হত্যা করাকে পরম পূণ্যের কাজ বলে বিশ্বাস করত। এমনিভাবে তারা পশু যবেহ করে মূর্তির উপর চড়িয়ে দিত। কখনও বা এইরূপ করত যে, মৃত ব্যক্তির কবরের উপর কোন জানোয়ার বেঁধে রেখে আসত এবং তাকে ঘাস-পানি অথবা কোন প্রকার খাদ্য-দ্রব্য না দিয়ে এমনিই ফেলে রাখত। অবশেষে ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে জানোয়ারটি সেখানেই মরে যেত। এহেন নিষ্ঠুর মানবতাহীন কাজটিকেও তারা কুরবানী ও পূণ্যের কাজ বলে মনে করত।

প্রত্যেক উম্মাতের কুরবানীর সংস্কৃতি ছিল

কুরবানীর এ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি শুধু মুসলমান, হিন্দু, ইহুদী, নাছারা ও জাহেলী যুগের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং প্রত্যেক নবী-রাসূলের উম্মাতের উপর কুরবানীর বিধান ছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيْمَةِ الْأَنْعَامِ ‘প্রত্যেক উম্মাতের জন্য আমি কুরবানীর বিধান রেখেছি, যাতে তারা গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুগুলো যবাহের সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। যা তিনি তাদেরকে রিযিক হিসাবে দান করেছেন’ (হজ্জ ৩৪)।

কুরবানীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিলুপ্তির অপচেষ্টা এবং তা প্রতিহত করণ

সকল ধর্মেই কুরবানীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রয়েছে। কেউ কোন দিন এ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচরণ করেছে এমনটি জানা যায় না। একমাত্র এডভোকেট তরিকুল আলম নামক জনৈক নরকের কীট ব্যতীত। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ শতকে উক্ত এডভোকেট এই মর্মে নিবন্ধ লিখেছিল যে, ঈদুল আযহার পশু কুরবানী দেয়া নিছক পশু হত্যা বৈ অন্য কিছু নয়! বাংলাদেশের মত কৃষি নির্ভর দেশে এ সংস্কৃতি বন্ধ করা উচিত'। এই বলে সে কুরবানীর বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল এবং তার সাথে আরও কতিপয় নাস্তিক সুর মিলিয়েছিল। তৎকালীন আলেম-ওলামা, কবি-সাহিত্যিকগণ এর দাঁতভাঙ্গা জবাবও দিয়েছিলেন।

বিদ্রোহী কবির কবিতার ধমকেই সেদিন কুরবানীর বিরুদ্ধবাদীগণ হটে গিয়েছিল। এ ছাড়াও প্রখ্যাত সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদের 'আয়না' পুস্তকের সুবিখ্যাত 'গো-দেওতা কা দেশ' রচনাটিও বিরোদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে বিশেষ অবদান রেখেছিল।

কুরবানীর শিক্ষা

মুসলিম মিল্লাতের পিতা ইবরাহীম (আঃ) তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ)-কে আল্লাহর রাহে কুরবানী দেয়ার সুমহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যেভাবে ঈমানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মানবজাতিকে ত্যাগের শিক্ষা দিয়ে গেছেন, সে আদর্শ ও প্রেরণায় আমরা আমাদের জীবনকে ঈমানী আলোয় উজ্জীবিত করব, এটাই কুরবানীর মৌলিক শিক্ষা। ত্যাগ ছাড়া কখনোই কল্যাণকর কিছুই অর্জন করা যায় না। মহান ত্যাগের মধ্যেই রয়েছে অফুরন্ত প্রশান্তি। কুরবানী আমাদেরকে আরও শিক্ষা দেয় যে, দুনিয়াবী সকল মিথ্যা, অনাচার, অবিচার, অত্যাচার, যুলুম, হানাহানি, স্বার্থপরতা, দাম্ভিকতা, অহমিকা, লোভ-লালসা ত্যাগ করে পৃথিবীতে শান্তি ও সাম্যের পতাকা সমুন্নত রাখতে।

পশু কুরবানী মূলত নিজের নফস তথা কুপ্রবৃত্তিকে কুরবানী করার প্রতীক। কুরবানী আমাদেরকে সকল প্রকার লোভ-লালসা, পার্থিব স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয় কামনা-বাসনার

জৈবিক আবিলতা হ'তে মুক্ত ও পবিত্র হয়ে মহান স্রষ্টার প্রতি নিবেদিত বান্দা হওয়ার প্রেরণা যোগায় এবং সত্য ও হকের পক্ষে আত্মোৎসর্গ করতে অনুপ্রাণিত করে। কুরবানীর স্বার্থকতা এখানেই। তাই পশুর গলায় ছুরি চালানোর সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা, কুফর, শিরক, হিংসা-বিদ্বেষ, ক্রোধ, রিয়া, পরচর্চা-পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতা, আত্মগর্ব, আত্মঅহংকার, কৃপণতা, ধনলিপ্সা, দুনিয়ার মায়া-মুহাববত কলুষতার মত যেসব জঘণ্য পশুসুলভ আচরণ সযত্নে লালিত হচ্ছে তারও কেন্দ্রমূলে ছুরি চালাতে হবে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি পদক্ষেপে প্রতিটি মুহূর্তে প্রভুর আনুগত্য, আজ্ঞাপালন ও তাক্বওয়ার দ্বিধাহীন শপথ গ্রহণ করতে হবে।

কুরবানীর ফযীলত

عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا.

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কুরবানীর দিনের আমলসমূহের মধ্য থেকে পশু কুরবানী করার চেয়ে কোনো আমল আল্লাহ তাআলার নিকট অধিক প্রিয় নয়। কিয়ামতের দিন এই কুরবানীকে তার শিং, পশম ও ক্ষুরসহ উপস্থিত করা হবে। আর কুরবানীর রক্ত জমিনে পড়ার আগেই আল্লাহ তাআলার নিকট কবুল হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে কুরবানী কর। (জামে তিরমিযী, হাদীস : ১৪৯৩)

সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি এই ইবাদত পালন করে না তার ব্যাপারে হাদীস শরীফে কঠোর ধমকি এসেছে,

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وجد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يقربن مصلانا.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যার কুরবানীর সামর্থ্য আছে তবুও সে কুরবানী করল না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে।'-মুসনাদে আহমদ ২/৩২১; মুস্তাদরাকে হাকেম, হাদীস : ৭৬৩৯; আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব ২/১৫৫

ইবাদতের মূলকথা হল আল্লাহ তাআলার আনুগত্য এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। তাই যেকোনো ইবাদতের পূর্ণতার জন্য দুটি বিষয় জরুরি। ইখলাস তথা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পালন করা এবং শরীয়তের নির্দেশনা মোতাবেক মাসায়েল অনুযায়ী সম্পাদন করা। এখানে কুরবানীর কিছু জরুরি মাসায়েল উপস্থাপিত হল।

উপসংহার

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, কুরবানীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি শুধু মুসলিম মিল্লাতের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। যুগ-যুগান্তরের প্রতিটি ধর্মে কুরবানীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের কুরবানীর পদ্ধতি ও মুসলিম মিল্লাতের কুরবানীর পদ্ধতির মাঝে বহু বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। মুসলমানদের কুরবানী নিছক কোন আনন্দ-উল্লাসের উৎসব নয়, বরং এটি আত্মত্যাগ, আত্মোৎসর্গ, আত্মসমর্পণের একটি সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এটি কোন কপোল-কল্পিত উপাখ্যান বা কল্পনা ফানুসের ফলশ্রুতি নয়। বরং এ কুরবানীর সংস্কৃতির প্রবর্তক স্বয়ং মহান আল্লাহ। মুসলিম জাতির পিতা ইবরাহীম (আঃ) ও তদীয় পুত্র ইসমাঈল (আঃ) যে অবিস্মরণীয় ত্যাগ, আল্লাহর প্রতি অবিচল আস্থা ও আনুগত্যের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন সেই স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় ও পালনীয় কল্পে কুরবানীর ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি আবহমানকাল যাবৎ চলে আসছে। শুধু পশুর গলায় ছুরি চালানোতে কোন সার্থকতা নেই, বরং কাম-রিপু, লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, অহমিকা-দাম্ভিকতা, অবৈধ অর্থ লিপ্সা, পরচর্চা-পরনিন্দা, পরশ্রীকাতরতাসহ যাবতীয় মানবীয় পশুত্বের গলায় ছুরি চালাতে পারলেই কুরবানী সার্থকতা বয়ে আনবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন- আমীন!!

তথ্যসূত্র : https://at-tahreek.com/article_details/8044

কিছু প্রশ্ন-উত্তর

প্রশ্ন: কার উপর কুরবানী ওয়াজিব

উত্তর: প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী, যে ১০ যিলহজ্ব ফজর থেকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রয়োজন-অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, অলঙ্কার, বর্তমানে বসবাস ও খোরাকির প্রয়োজন আসে না এমন জমি, প্রয়োজন অতিরিক্ত বাড়ি, ব্যবসায়িক পণ্য ও অপ্রয়োজনীয় সকল আসবাবপত্র কুরবানীর নেসাবের ক্ষেত্রে হিসাবযোগ্য।

আর নিসাব হল স্বর্ণের ক্ষেত্রে সাড়ে সাত (৭.৫) ভরি, রূপার ক্ষেত্রে সাড়ে বায়ান্ন (৫২.৫) ভরি। টাকা-পয়সা ও অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে নিসাব হল সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমপরিমাণ হওয়া। আর সোনা বা রূপা কিংবা টাকা-পয়সা এগুলোর কোনো একটি যদি পৃথকভাবে নেসাব পরিমাণ না থাকে কিন্তু প্রয়োজন অতিরিক্ত একাধিক বস্তু মিলে সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমপরিমাণ হয়ে যায় তাহলেও তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। যেমন কারো নিকট কিছু স্বর্ণ ও কিছু টাকা আছে, যা সর্বমোট সাড়ে বায়ান্ন তোলা চাঁদির মূল্য সমান হয় তাহলে তার উপরও কুরবানী ওয়াজিব। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

فصل لربك وانحر

(তরজমা) অতএব আপনি আপনার রবব-এর উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কুরবানী আদায় করুন। (সূরা কাউসার : ২)

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানী করে না, সে যেন অবশ্যই আমাদের ঈদগাহের

নিকটবর্তী না হয়। (মুসনাদ আহমাদ ৮২৭৩, ইবনে মাজাহ ৩১২৩, হাকেম ৭৫৬৫-৭৫৬৬)

এছাড়া ইতিপূর্বে উল্লেখিত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসটিও কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার দলিল।-আলমুহীতুল বুরহানী ৮/৪৫৫; ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ১৭/৪০৫

প্রশ্ন: একটি পরিবারের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার শর্ত পাওয়া গেলে সবাই মিলে একটি কোরবানি অংশ দিলে হবে কি?

উত্তর:

হাদীস শরীফে এসেছেঃ

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে কুরবানী করে না, সে যেন অবশ্যই আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়। (মুসনাদ আহমাদ ৮২৭৩, ইবনে মাজাহ ৩১২৩, হাকেম ৭৫৬৫-৭৫৬৬)

শরীয়তের বিধান হলো,প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্ক সম্পন্ন প্রত্যেক মুসলিম নর-নারী, যে ১০ যিলহজ্ব ফজর থেকে ১২ যিলহজ্ব সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হবে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। টাকা-পয়সা, সোনা-রূপা, অলঙ্কার, বসবাস ও খোরাকির প্রয়োজন আসে না এমন জমি, প্রয়োজন অতিরিক্ত বাড়ি, ব্যবসায়িক পণ্য ও অপ্রয়োজনীয় সকল আসবাবপত্র কুরবানীর নেসাবের ক্ষেত্রে হিসাবযোগ্য।

আর নিসাব হল স্বর্ণের ক্ষেত্রে সাড়ে সাত (৭.৫) ভরি, রূপার ক্ষেত্রে সাড়ে বায়ান্ন (৫২.৫) ভরি, টাকা-পয়সা ও অন্যান্য বস্তুর ক্ষেত্রে নিসাব হল এর মূল্য সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্যের সমপরিমাণ হওয়া।

কোরবানি মূলত ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হয়। তাদের কাছে নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে তাদের প্রত্যেকের উপর ভিন্ন ভিন্ন কুরবানী ওয়াজিব পরিবারের যত সদস্যের

উপর কুরবানী ওয়াজিব তাদের প্রত্যেককেই একটি করে পশু কুরবানী করতে হবে কিংবা বড় পশুতে পৃথক পৃথক অংশ দিতে হবে। একটি কুরবানী সকলের জন্য যথেষ্ট হবে না।

প্রশ্ন: কুরবানীর নেসাবের মেয়াদ কত দিন?

উত্তর: কুরবানীর নেসাব পুরো বছর থাকা জরুরি নয়; বরং কুরবানীর তিন দিন থাকলে এমনকি ১২ তারিখ সূর্যাস্তের কিছু আগে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়ে গেলেও কুরবানী ওয়াজিব হবে।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৬, রদ্দুল মুহতার ৬/৩১২

প্রশ্ন: নাবালেগের কুরবানী

উত্তর:নাবালেগ শিশু-কিশোর তদ্রূপ যে সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন নয়, নেসাবের মালিক হলেও তাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। অবশ্য তার অভিভাবক নিজ সম্পদ দ্বারা তাদের পক্ষে নফল কুরবানী করতে পারবে।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৬, রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৬

প্রশ্ন: মুসাফিরের জন্য কুরবানী

উত্তর:যে ব্যক্তি কুরবানীর দিনগুলোতে মুসাফির থাকবে (অর্থাৎ ৪৮ মাইল বা প্রায় ৭৮ কিলোমিটার দূরে যাওয়ার নিয়তে নিজ এলাকা ত্যাগ করেছে) তার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। -ফাতাওয়া কাযীখান ৩/৩৪৪, বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৫, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৫

প্রশ্ন: দরিদ্র ব্যক্তির কুরবানীর হুকুম কি?

উত্তর: নেসাব পরিমাণ সম্পদ নেই এমন দরিদ্র ব্যক্তির উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়; কিন্তু সে যদি কুরবানীর নিয়তে কোনো পশু কিনে তাহলে তা কুরবানী করা ওয়াজিব হয়ে যায়। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯২

প্রশ্ন : কুরবানী কয়দিন করা যায়?

উত্তর: যিলহজ্ব মাসের ১০ তারিখ থেকে ১২ তারিখ সূর্যাস্তের আগ পর্যন্ত মোট তিন দিন কুরবানীর সময়। তবে সবচেয়ে উত্তম হল প্রথম দিন কুরবানী করা। এরপর দ্বিতীয় দিন এরপর তৃতীয় দিন।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৮; ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৫

عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك في شيء.

বারা রা. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঈদের দিন আমরা প্রথমে নামায আদায় করি। অতপর ফিরে এসে কুরবানী করি। যে ব্যক্তি এভাবে আদায় করবে সে আমাদের নিয়ম মতো করল। আর যে নামাযের আগেই পশু জবাই করল সেটা তার পরিবারের জন্য গোশত হবে, এটা কুরবানী হবে না।-সহীহ মুসলিম ২/১৫৪

প্রশ্ন: প্রথম দিন কখন থেকে কুরবানী করা যাবে

উত্তর: যেসব এলাকার লোকদের উপর জুমা ও ঈদের নামায ওয়াজিব তাদের জন্য ঈদের নামাযের আগে কুরবানী করা জায়েয নয়। অবশ্য বৃষ্টিবাদল বা অন্য কোনো ওজরে যদি প্রথম দিন ঈদের নামায না হয় তাহলে ঈদের নামায আদায় পরিমাণ সময়

অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রথম দিনেও কুরবানী করা জায়েয।-সহীহ বুখারী ২/৮৩২, কাযীখান ৩/৩৪৪, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৮; সহীহ মুসলিম ২/১৫

روى الشيخان عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين.

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানীর পশু জবাই করবে সেটা তার নিজের জন্য সাধারণ জবাই হবে। আর যে নামায ও খুতবার পর জবাই করবে তার কুরবানী পূর্ণ হবে এবং সে-ই মুসলমানদের রীতি অনুসরণ করেছে।-সহীহ বুখারী ২/৮৩৪; সহীহ মুসলিম ২/১৫৪

প্রশ্ন: কোরবানী ওয়াজিব হওয়া ব্যক্তি কোরবানি করতে না পারলে

উত্তর : কেউ যদি কুরবানীর দিনগুলোতে ওয়াজিব কুরবানী দিতে না পারে তাহলে কুরবানীর পশু ক্রয় না করে থাকলে তার উপর কুরবানীর উপযুক্ত একটি ছাগলের মূল্য সদকা করা ওয়াজিব। আর যদি পশু ক্রয় করেছিল, কিন্তু কোনো কারণে কুরবানী দেওয়া হয়নি তাহলে ঐ পশু জীবিত সদকা করে দিবে। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৪; ফাতাওয়া কাযীখান ৩/৩৪৫

প্রশ্ন : কোরবানির দিনগুলোতে যদি জবাই করতে না পারে

উত্তর: মাসআলা : কেউ যদি কুরবানীর দিনগুলোতে ওয়াজিব কুরবানী দিতে না পারে তাহলে কুরবানীর পশু ক্রয় না করে থাকলে তার উপর কুরবানীর উপযুক্ত একটি ছাগলের মূল্য সদকা করা ওয়াজিব। আর যদি পশু ক্রয় করেছিল, কিন্তু কোনো কারণে কুরবানী দেওয়া হয়নি তাহলে ঐ পশু জীবিত সদকা করে দিবে।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৪, ফাতাওয়া কাযীখান ৩/৩৪৫

প্রশ্ন: কোন কোন পশু দ্বারা কুরবানী করা যাবে

উত্তর: উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা দ্বারা কুরবানী করা জায়েয। এসব গৃহপালিত পশু ছাড়া অন্যান্য পশু যেমন হরিণ, বন্যগরু ইত্যাদি দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নয়। তদ্রূপ হাঁস-মুরগি বা কোনো পাখি দ্বারাও কুরবানী জায়েয নয়।-কাযীখান ৩/৩৪৮, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৫

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন-

ولكل امة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام

(তরজমা) আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানীর নির্দেশ দিয়েছি। আল্লাহ তাদের রুযি হিসেবে যেসব গৃহপালিত পশু দিয়েছেন তার উপর তারা যেন (জবাই করার সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে।-সূরা হজ্ব : ৩৪

প্রশ্ন: নর ও মাদা পশুর কুরবানী

উত্তর: যেসব পশু কুরবানী করা জায়েয সেগুলোর নর-মাদা দুটোই কুরবানী করা যায়। -কাযীখান ৩/৩৪৮, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৫

প্রশ্ন: কুরবানীর পশুর বয়সসীমা

উত্তর: উট কমপক্ষে ৫ বছরের হতে হবে। গরু ও মহিষ কমপক্ষে ২ বছরের হতে হবে। আর ছাগল, ভেড়া ও দুম্বা কমপক্ষে ১ বছরের হতে হবে। তবে ভেড়া ও দুম্বা যদি ১ বছরের কিছু কমও হয়, কিন্তু এমন হৃষ্টপুষ্ট হয় যে, দেখতে ১ বছরের মতো মনে হয় তাহলে তা দ্বারাও কুরবানী করা জায়েয। অবশ্য এক্ষেত্রে কমপক্ষে ৬ মাস বয়সের হতে হবে।

উল্লেখ্য, ছাগলের বয়স ১ বছরের কম হলে কোনো অবস্থাতেই তা দ্বারা কুরবানী জায়েয হবে না। (কাযীখান ৩/৩৪৮, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৫-২০৬

জাবের রা. থেকে বর্ণিত,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن.

তোমরা (কুরবানীর জন্য) মুসিন্নাহ ব্যতীত যবাই করো না। (মুসিন্নাহ হল, ৫ বছর বয়সী উট, ২ বছরের গরু ও ছাগলের ক্ষেত্রে ১ বছর [শরহুন নববী]) যদি সম্ভব না হয় তবে ছয় মাস বয়সী ভেড়া বা দুম্বা।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : **১৯৬৩**

প্রশ্ন: এক পশুতে শরীকের সংখ্যা

উত্তর: একটি ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা দ্বারা শুধু একজনই কুরবানী দিতে পারবে। এমন একটি পশু দুই বা ততোধিক ব্যক্তি মিলে কুরবানী করলে কারোটাই সহীহ হবে না। আর উট, গরু, মহিষে সর্বোচ্চ সাত জন শরীক হতে পারবে। সাতের অধিক শরীক হলে কারো কুরবানী সহীহ হবে না। (সহীহ মুসলিম, হাদীস : **১৩১৮**, মুয়াত্তা মালেক ১/৩১৯, কাযীখান ৩/৩৪৯, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৭-২০৮)

وعن جابر قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة.

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ করেছেন যে, আমরা একটি গরু এবং একটি উটে সাতজন করে শরীক হয়ে যাই।-সহীহ মুসলিম, হাদীস : **১২১৮**

প্রশ্ন: সাত শরীকের কুরবানী

উত্তর: সাতজনে মিলে কুরবানী করলে সবার অংশ সমান হতে হবে। কারো অংশ এক সপ্তমাংশের কম হবে না। যেমন কারো আধা ভাগ, কারো দেড় ভাগ। এমন হলে কোনো শরীকের কুরবানী সহীহ হবে না।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৭

প্রশ্ন : উট, গরু, মহিষ সাত ভাগে এবং সাতের কমে যেকোনো সংখ্যা যেমন: দুই অথবা পাঁচ ভাগে কুরবানী করা যাবে কি?

উত্তর :উট, গরু, মহিষ সাত ভাগে এবং সাতের কমে যেকোনো সংখ্যা যেমন দুই, তিন, চার, পাঁচ ও ছয় ভাগে কুরবানী করা জায়েয। -সহীহ মুসলিম, হাদীস : **১৩১৮**, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৭

প্রশ্ন: কোনো অংশীদারের গলদ নিয়ত হলে

উত্তর: যদি কেউ আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে কুরবানী না করে শুধু গোশত খাওয়ার নিয়তে কুরবানী করে তাহলে তার কুরবানী সহীহ হবে না। তাকে অংশীদার বানালে শরীকদের কারো কুরবানী হবে না। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শরীক নির্বাচন করতে হবে। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৮, কাযীখান ৩/৩৪৯

প্রশ্ন: কুরবানীর পশুতে আকীকার অংশ দেওয়া যাবে কি?

উত্তর: কুরবানীর গরু, মহিষ ও উটে আকীকার নিয়তে শরীক হতে পারবে। এতে কুরবানী ও আকীকা দুটোই সহীহ হবে। ছেলের জন্য দুই অংশ আর মেয়ের জন্য এক অংশ দিতে হবে।

শৈশবে আকীকা করা না হলে বড় হওয়ার পরও আকীকা করা যাবে। যার আকীকা সে নিজে এবং তার মা-বাবাও আকীকার গোশত খেতে পারবে।-ইলাউস সুনান ১৭/১২৬

কেউ কেউ কুরবানীর পশুর সাথে আকীকা দিলে আকীকা সহীহ হবে না বলে মত দেন। কিন্তু নির্ভরযোগ্য আলেমগণ এ মতটি গ্রহণ করেননি। কোনো হাদীসে কুরবানীর সাথে আকীকা করতে নিষেধ করা হয়নি; বরং কুরবানীর সাথে হজ্বের কুরবানী, জরিমানা দম একত্রে এক পশুতে দেওয়ারও প্রমাণ আছে। অর্থাৎ কুরবানীর পশুতে অন্য ইবাদতের নিয়তে শরিক হওয়া জায়েয। সুতরাং আকীকার নিয়তে শরিক হওয়াও জায়েয। আতা ইবনে আবী রবাহ রাহ. বলেছেন, উট-গরু সাতজনের পক্ষ হতে কুরবানী হতে পারে। আর এতে শরিক হতে পারে কুরবানীকারী, তামাত্তু হজ্বকারী এবং হজ্বের ইহরাম গ্রহণের পর হজ্ব আদায়ে অপারগ ব্যক্তি। (আসসুনান, সায়ীদ ইবনে মানসূর-আলকিরা লী কাসিদি উম্মিল কুরা ৫৭৩)

এছাড়া ফাতাওয়া শামীসহ ফিকহ-ফাতাওয়ার কিতাবাদিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কুরবানীর সাথে আকীকা সহীহ। দেখুন : রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৬; হাশিয়াতুত তহতাবী আলাদ্দুর ৪/১১৬

প্রশ্ন: কুরবানী করতে হবে সম্পূর্ণ হালাল সম্পদ থেকে

উত্তর: হারাম টাকা দ্বারা কুরবানী করা সহীহ নয় এবং এক্ষেত্রে অন্য শরীকদের কুরবানীও সহীহ হবে না।

প্রশ্ন:যদি কেউ গরু, মহিষ বা উট একা কুরবানী দেওয়ার নিয়তে কিনে ওই পশুতে অন্য কেউ শরিফ হতে পারবে কি?

উত্তর:যদি কেউ গরু, মহিষ বা উট একা কুরবানী দেওয়ার নিয়তে কিনে আর সে ধনী হয় তাহলে তার জন্য এ পশুতে অন্যকে শরীক করা জায়েয। তবে এতে কাউকে শরীক না করে একা কুরবানী করাই শ্রেয়। শরীক করলে সে টাকা সদকা করে দেওয়া উত্তম। আর যদি ওই ব্যক্তি এমন গরীব হয়, যার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়, তাহলে যেহেতু কুরবানীর নিয়তে পশুটি ক্রয় করার মাধ্যমে লোকটি তার পুরোটাই

আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে তাই তার জন্য এ পশুতে অন্যকে শরীক করা জায়েয নয়। যদি শরিক করে তবে ঐ টাকা সদকা করে দেওয়া জরুরি হবে। কুরবানীর পশুতে কাউকে শরীক করতে চাইলে পশু ক্রয়ের সময়ই নিয়ত করে নিতে হবে।-কাযীখান ৩/৩৫০-৩৫১, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১০

প্রশ্ন: কুরবানীর উত্তম পশু কি?

উত্তর:কুরবানীর পশু হৃষ্টপুষ্ট হওয়া উত্তম।-মুসনাদে আহমদ ৬/১৩৬, আলমগীরী ৫/৩০০, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩

প্রশ্ন: পশু কেনার পর দোষ দেখা দিলে

উত্তর:কুরবানীর নিয়তে ভালো পশু কেনার পর যদি তাতে এমন কোনো দোষ দেখা দেয় যে কারণে কুরবানী জায়েয হয় না তাহলে ওই পশুর কুরবানী সহীহ হবে না। এর স্থলে আরেকটি পশু কুরবানী করতে হবে। তবে ক্রেতা গরীব হলে ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারাই কুরবানী করতে পারবে। -খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৯, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬, ফাতাওয়া নাওয়াযেল ২৩৯, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৫

প্রশ্ন: পশুর বয়সের ব্যাপারে বিক্রেতার কথা

উত্তর: যদি বিক্রেতা কুরবানীর পশুর বয়স পূর্ণ হয়েছে বলে স্বীকার করে আর পশুর শরীরের অবস্থা দেখেও তাই মনে হয় তাহলে বিক্রেতার কথার উপর নির্ভর করে পশু কেনা এবং তা দ্বারা কুরবানী করা যাবে।-আহকামে ঈদুল আযহা, মুফতী শফী রাহ., পৃষ্ঠা ৫

প্রশ্ন :বন্ধ্যা পশুর কুরবানী

মাসআলা : ৩৩. বন্ধ্যা পশুর কুরবানী জায়েয। -রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৫

প্রশ্ন : কোরবানির পশু নিজে জবাই করা

উত্তর: কুরবানীর পশু নিজে জবাই করা উত্তম। তবে অন্যকে দিয়েও জবাই করাতে পারবে। এক্ষেত্রে কুরবানীদাতা পুরুষ হলে জবাইস্থলে তার উপস্থিত থাকা ভালো। -মুসনাদে আহমদ, হাদীস : ২২৬৫৭, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২২-২২৩, আলমগীরী ৫/৩০০, ইলাউস সুনান ১৭/২৭১-২৭৪

প্রশ্ন :কোরবানীর পশু জবাইয়ে একাধিক ব্যক্তি শরীক হলে

উত্তর:অনেক সময় জবাইকারীর জবাই সম্পন্ন হয় না, তখন কসাই বা অন্য কেউ জবাই সম্পন্ন করে থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্যই উভয়কেই নিজ নিজ যবাইয়ের আগে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' পড়তে হবে। যদি কোনো একজন না পড়ে তবে ওই কুরবানী সহীহ হবে না এবং জবাইকৃত পশুও হালাল হবে না। -রদ্দুল মুহতার ৬/৩৩৪

প্রশ্ন:কুরবানীর পশু থেকে জবাইয়ের আগে উপকৃত হওয়া

উত্তর: কুরবানীর পশু কেনার পর বা নির্দিষ্ট করার পর তা থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয নয়। যেমন হালচাষ করা, আরোহণ করা, পশম কাটা ইত্যাদি। সুতরাং কুরবানীর পশু দ্বারা এসব করা যাবে না। যদি করে তবে পশমের মূল্য, হালচাষের মূল্য ইত্যাদি সদকা করে দিবে।-মুসনাদে আহমদ ২/১৪৬, নায়লুল আওতার ৩/১৭২, ইলাউস সুনান ১৭/২৭৭, কাযীখান ৩/৩৫৪, আলমগীরী ৫/৩০০

প্রশ্ন: কুরবানীর পশুর দুধ পান কর

উত্তর: কুরবানীর পশুর দুধ পান করা যাবে না। যদি জবাইয়ের সময় আসন্ন হয় আর দুধ দোহন না করলে পশুর কষ্ট হবে না বলে মনে হয় তাহলে দোহন করবে না। প্রয়োজনে ওলানে ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে দেবে। এতে দুধের চাপ কমে যাবে। যদি দুধ দোহন করে ফেলে তাহলে তা সদকা করে দিতে হবে। নিজে পান করে থাকলে মূল্য সদকা করে দিবে। -মুসনাদে আহমদ ২/১৪৬, ইলাউস সুনান ১৭/২৭৭, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৯, কাযীখান ৩/৩৫৪, আলমগীরী ৫/৩০১

প্রশ্ন: কোনো শরীকের মৃত্যু ঘটলে

উত্তর: কয়েকজন মিলে কুরবানী করার ক্ষেত্রে জবাইয়ের আগে কোনো শরীকের মৃত্যু হলে তার ওয়ারিসরা যদি মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করার অনুমতি দেয় তবে তা জায়েয হবে। নতুবা ওই শরীকের টাকা ফেরত দিতে হবে। সেক্ষেত্রে তার স্থলে অন্যকে শরীক করা যাবে। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৯, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২৬, কাযীখান ৩/৩৫১

প্রশ্ন: কুরবানীর পশুর বাচ্চা হলে

উত্তর: কুরবানীর পশু ক্রয়ের পর জবাইয়ের আগে বাচ্চা দিলে ওই বাচ্চার গোশত খাওয়া যাবে না। পুরো গোশত সদকা করে দিতে হবে। তবে ওই বাচ্চা জবাই না করে জীবিত সদকা করে দেওয়া উত্তম।-কাযীখান ৩/৩৪৯, আলমগীরী ৫/৩০১, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৩

প্রশ্ন: মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী

উত্তর: মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করা জায়েয। মৃত ব্যক্তি যদি ওসিয়ত না করে থাকে তবে সেটি নফল কুরবানী হিসেবে গণ্য হবে। কুরবানীর স্বাভাবিক গোশতের মতো তা নিজেরাও খেতে পারবে এবং আত্মীয়-স্বজনকেও দিতে পারবে। আর যদি মৃত ব্যক্তি কুরবানীর ওসিয়ত করে গিয়ে থাকে তবে এর গোশত নিজেরা খেতে পারবে না। গরীব-মিসকীনদের মাঝে সদকা করে দিতে হবে। -মুসনাদে আহমদ ১/১০৭, হাদীস ৮৪৫, ইলাউস সুনান ১৭/২৬৮, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৬, কাযীখান ৩/৩৫২

প্রশ্ন: কুরবানীর গোশত জমিয়ে রাখা

উত্তর: কুরবানীর গোশত ফ্রিজে রাখা বা প্রক্রিয়াজাত করে রাখা জায়েয।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪, সহীহ মুসলিম ২/১৫৯, মুয়াত্তা মালেক ১/৩১৮, ইলাউস সুনান ১৭/২৭০

প্রশ্ন: কুরবানীর গোশত অনুমান করে বণ্টন করা

উত্তর: শরীকে কুরবানী করলে ওজন করে গোশত বণ্টন করতে হবে। অনুমান করে ভাগ করা জায়েয নয়।-আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৭, কাযীখান ৩/৩৫১

প্রশ্ন: গোশত, চর্বি বিক্রি করা

উত্তর: কুরবানীর গোশত, চর্বি ইত্যাদি বিক্রি করা জায়েয নয়। বিক্রি করলে প্রাপ্ত মূল্য সদকা করে দিতে হবে। -ইলাউস সুনান ১৭/২৫৯, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৫, কাযীখান ৩/৩৫৪, আলমগীরী ৫/৩০১

প্রশ্ন: জবাইকারীকে চামড়া, গোশত দেওয়া

উত্তর: জবাইকারী, কসাই বা কাজে সহযোগিতাকারীকে চামড়া, গোশত বা কুরবানীর পশুর কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া জায়েয হবে না। অবশ্য নির্ধারিত পারিশ্রমিক দেওয়ার পর পূর্বচুক্তি ছাড়া হাদিয়া হিসাবে গোশত বা তরকারী দেওয়া যাবে।-আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২৮

প্রশ্ন: জবাইয়ের অস্ত্র

উত্তর: ধারালো অস্ত্র দ্বারা জবাই করা উত্তম।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩

প্রশ্ন: পশু নিস্তেজ হাওয়ার আগে চামড়া খসানো

উত্তর: জবাইয়ের পর পশু

নিস্তেজ হওয়ার আগে চামড়া খসানো বা অন্য কোনো অঙ্গ কাটা মাকরূহ। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৩; আদ্দুররুল মুখতার ৬/২৯৬

প্রশ্ন: অন্য পশুর সামনে জবাই করা

উত্তর: এক পশুকে অন্য পশুর সামনে জবাই করবে না। জবাইয়ের সময় প্রাণীকে প্রয়োজনের অধিক কষ্ট দিবে না।

প্রশ্ন: কুরবানীর গোশত বিধর্মীকে দেওয়া

উত্তর: কুরবানীর গোশত হিন্দু ও অন্য ধর্মাবলম্বীকে দেওয়া জায়েয।-ইলাউস সুনান ৭/২৮৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০০

প্রশ্ন:অন্য কারো ওয়াজিব কুরবানী আদায় করতে চাইলে

উত্তর: অন্যের ওয়াজিব কুরবানী দিতে চাইলে ওই ব্যক্তির অনুমতি নিতে হবে। নতুবা ওই ব্যক্তির কুরবানী আদায় হবে না। অবশ্য স্বামী বা পিতা যদি স্ত্রী বা সন্তানের বিনা অনুমতিতে তার পক্ষ থেকে কুরবানী করে তাহলে দেশীয় প্রচলনের কারণে তাদের কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। তবে অনুমতি নিয়ে আদায় করা ভালো।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১১

প্রশ্ন: কুরবানীর পশু চুরি হয়ে গেলে বা মরে গেলে

উত্তর: কুরবানীর পশু যদি চুরি হয়ে যায় বা মরে যায় আর কুরবানীদাতার উপর পূর্ব থেকে কুরবানী ওয়াজিব থাকে তাহলে আরেকটি পশু কুরবানী করতে হবে। গরীব হলে (যার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়) তার জন্য আরেকটি পশু কুরবানী করা ওয়াজিব নয়।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৯

প্রশ্ন: পাগল পশুর কুরবানী করা

উত্তর: পাগল পশু কুরবানী করা জায়েয। হযরত হাসান রা. বলেন, পাগল পশুর কুরবানী জায়েয।

তবে যদি এমন পাগল হয় যে, ঘাস পানি দিলে খায় না এবং মাঠেও চরে না তাহলে সেটার কুরবানী জায়েয হবে না। -আননিহায়া ফী গরীবিল হাদীস ১/২৩০, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১৬, ইলাউস সুনান ১৭/২৫২

প্রশ্ন: নিজের কুরবানীর গোশত নিজে খাওয়া

উত্তর: কুরবানীদাতার জন্য নিজ কুরবানীর গোশত খাওয়া মুস্তাহাব। -সূরা হজ্ব ২৮, সহীহ মুসলিম ২২/১৫৯, মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৯০৭৮, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪

প্রশ্ন: ঋণ করে কুরবানী করা

উত্তর: কুরবানী ওয়াজিব এমন ব্যক্তিও ঋণের টাকা দিয়ে কুরবানী করলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। তবে সুদের উপর ঋণ নিয়ে কুরবানী করা যাবে না।

প্রশ্ন: হাজীদের উপর ঈদুল আযহার কুরবানী

উত্তর: যেসকল হাজী কুরবানীর দিনগুলোতে মুসাফির থাকবে তাদের উপর ঈদুল আযহার কুরবানী ওয়াজিব নয়। কিন্তু যে হাজী কুরবানীর কোনো দিন মুকীম থাকবে সামর্থ্যবান হলে তার উপর ঈদুল আযহার কুরবানী করা জরুরি হবে। এটি সে নিজ এলাকায়ও করতে পারবে-ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৩, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৫, বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৫, ইমদাদুল ফাতাওয়া ২/১৬৬

প্রশ্ন:নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কুরবানী করা

উত্তর: সামর্থ্যবান ব্যক্তির রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কুরবানী করা উত্তম। এটি বড় সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলী রা.কে তার পক্ষ থেকে কুরবানী করার ওসিয়্যত করেছিলেন। তাই তিনি প্রতি বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকেও কুরবানী দিতেন। -সুনানে আবু দাউদ ২/২৯, জামে তিরমিযী ১/২৭৫, ইলাউস সুনান ১৭/২৬৮, মিশকাত ৩/৩০৯

প্রশ্ন:কোন দিন কুরবানী করা উত্তম

উত্তর: ১০, ১১ ও ১২ এ তিন দিনের মধ্যে প্রথম দিন কুরবানী করা অধিক উত্তম। এরপর দ্বিতীয় দিন, এরপর তৃতীয় দিন। -রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৬

প্রশ্ন: খাসীকৃত ছাগল দ্বারা কুরবানী

উত্তর: খাসিকৃত ছাগল দ্বারা কুরবানী করা জায়েয; বরং ক্ষেত্রবিশেষে উত্তম।-ফাতহুল কাদীর ৮/৪৯৮, মাজমাউল আনহুর ৪/২২৪, ইলাউস সুনান ১৭/৪৫৩

প্রশ্ন: জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা

উত্তর: যেমনিভাবে মৃতের পক্ষ থেকে ঈসালে সওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরবানী করা জায়েয তদ্রূপ জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার ইসালে সওয়াবের জন্য নফল কুরবানী করা জায়েয। এ কুরবানীর গোশত দাতা ও তার পরিবারও খেতে পারবে।-রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৬

প্রশ্ন:বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তির কুরবানী অন্যত্রে করা

উত্তর: বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তির জন্য নিজ দেশে বা অন্য কোথাও কুরবানী করা জায়েয।

প্রশ্ন:কুরবানীদাতা ভিন্ন স্থানে থাকলে কখন জবাই করবে

উত্তর: কুরবানীদাতা এক স্থানে আর কুরবানীর পশু ভিন্ন স্থানে থাকলে কুরবানীদাতার ঈদের নামায পড়া বা না পড়া ধর্তব্য নয়; বরং পশু যে এলাকায় আছে ওই এলাকায় ঈদের জামাত হয়ে গেলে পশু জবাই করা যাবে। -আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৮

প্রশ্ন: কুরবানীর চামড়া বিক্রির অর্থ সাদকা করা

উত্তর: কুরবানীর চামড়া কুরবানীদাতা নিজেও ব্যবহার করতে পারবে। তবে কেউ যদি নিজে ব্যবহার না করে বিক্রি করে তবে বিক্রিলব্ধ মূল্য পুরোটা সদকা করা জরুরি। -আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০১

প্রশ্ন: কুরবানীর চামড়া বিক্রির নিয়ত

উত্তর: কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি করতে চাইলে মূল্য সদকা করে দেওয়ার নিয়তে বিক্রি করবে। সদকার নিয়ত না করে নিজের খরচের নিয়ত করা নাজায়েয ও গুনাহ। নিয়ত যা-ই হোক বিক্রিলব্ধ অর্থ পুরোটাই সদকা করে দেওয়া জরুরি। -ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০১, কাযীখান ৩/৩৫৪

প্রশ্ন: কুরবানীর শেষ সময়ে মুকীম হলে

উত্তর: কুরবানীর সময়ের প্রথম দিকে মুসাফির থাকার পরে ৩য় দিন কুরবানীর সময় শেষ হওয়ার পূর্বে মুকীম হয়ে গেলে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে প্রথম দিকে মুকীম ছিল অতপর তৃতীয় দিনে মুসাফির হয়ে গেছে এক্ষেত্রে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব থাকবে না। অর্থাৎ সে কুরবানী না দিলে গুনাহগার হবে না। -বাদায়েউস সানায়ে ৪/১৯৬, ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৩৪৬, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৯

প্রশ্ন:কুরবানীর পশুতে ভিন্ন ইবাদতের নিয়তে শরীক হওয়া

উত্তর: এক কুরবানীর পশুতে আকীকা, হজ্বের কুরবানীর নিয়ত করা যাবে। এতে প্রত্যেকের নিয়তকৃত ইবাদত আদায় হয়ে যাবে। এ পশু হেরেম এলাকায় জবাই করতে হবে। অন্যথায় হজ্বের কুরবানী আদায় হবে না।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২০৯, রদ্দুল মুহতার ৬/৩২৬, আলমাবসূত সারাখছী ৪/১৪৪, আলইনায়া ৮/৪৩৫-৩৪৬, আলমুগনী ৫/৪৫৯

প্রশ্ন: কুরবানীর গোশত দিয়ে খানা শুরু করা

উত্তর: ঈদুল আযহার দিন সম্ভব হলে সর্বপ্রথম নিজ কুরবানীর গোশত দিয়ে খানা শুরু করা সুন্নত। অর্থাৎ সকাল থেকে কিছু না খেয়ে প্রথমে কুরবানীর গোশত খাওয়া সুন্নত।

এই সুন্নত শুধু ১০ যিলহজ্বের জন্য। ১১ বা ১২ তারিখের গোশত দিয়ে খানা শুরু করা সুন্নত নয়। -জামে তিরমিযী ১/১২০, শরহুল মুনয়া ৫৬৬, আদ্দুররুল মুখতার ২/১৭৬, আলবাহরুর রায়েক ২/১৬৩

প্রশ্ন: কুরবানীর পশুর হাড় বিক্রি

উত্তর: কুরবানীর মৌসুমে অনেক মহাজন কুরবানীর হাড় ক্রয় করে থাকে। টোকাইরা বাড়ি বাড়ি থেকে হাড় সংগ্রহ করে তাদের কাছে বিক্রি করে। কিন্তু কোনো কুরবানীদাতার জন্য নিজ কুরবানীর কোনো কিছু এমনকি হাড়ও বিক্রি করা জায়েয হবে না। করলে মূল্য সদকা করে দিতে হবে।-বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৫, কাযীখান ৩/৩৫৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩০১

প্রশ্ন: রাতে কুরবানী করা

উত্তর: ৬৮. ১০ ও ১১ তারিখ দিবাগত রাতে কুরবানী করা জায়েয। তবে রাতে আলোস্বল্পতার দরুণ জবাইয়ে ত্রুটি হতে পারে বিধায় রাতে জবাই করা অনুত্তম। অবশ্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকলে রাতে জবাই করতে কোনো অসুবিধা নেই। -ফাতাওয়া খানিয়া ৩/৩৪৫, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩২০, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২৯৬, আহসানুল ফাতাওয়া ৭/৫১০

প্রশ্ন: কাজের লোককে কুরবানীর গোশত খাওয়ানো

উত্তর: কুরবানীর পশুর কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া জায়েয নয়। গোশতও পারিশ্রমিক হিসেবে কাজের লোককে দেওয়া যাবে না। অবশ্য এ সময় ঘরের অন্য সদস্যদের মতো কাজের লোকদেরকেও গোশত খাওয়ানো যাবে।-আহকামুল কুরআন জাস্সাস ৩/২৩৭, বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২৪, আলবাহরুর রায়েক ৮/৩২৬, ইমদাদুল মুফতীন

প্রশ্ন: জবাইকারীকে পারিশ্রমিক দেওয়া

উত্তর: কুরবানী পশু জবাই করে পারিশ্রমিক দেওয়া-নেওয়া জায়েয। তবে কুরবানীর পশুর কোনো অংশ পারিশ্রমিক হিসাবে দেওয়া যাবে না। -কিফায়াতুল মুফতী ৮/২৬৫

প্রশ্ন: মোরগ কুরবানী করা

উত্তর: কোনো কোনো এলাকায় দরিদ্রদের মাঝে ঈদের দিন মোরগ কুরবানী করার প্রচলন আছে। এটি না জায়েয। কুরবানীর দিনে মোরগ জবাই করা নিষেধ নয়, তবে কুরবানীর নিয়তে করা যাবে না। -খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩১৪, ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ৬/২৯০, আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৩, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/২০০

তথ্যসমূহ

https://www.alkawsar.com/bn/article/985/

প্রশ্ন: যাদের উপর কোরবানি ওয়াজিব এবং তাদের সামার্থ থাকা শর্তেও তারা যদি কোরবানি না দেয়,তাহলে তারা কি কোরবানীর গোস্ত গ্রহণ করতে পারবেন?

উত্তর: কুরবানীর গোস্ত ধনী গরীব সবার জন্যই দেয়া এবং ভক্ষণ করা জায়েজ। সেই হিসেবে যার উপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল, তার জন্যও কুরবানীর গোস্ত নেয়া জায়েজ আছে।

তবে কেউ যদি এ শর্ত করে দেয় যে, আমার গোস্ত কেবল গরীব ব্যক্তিদেরই দিতে হবে। তাহলে উক্ত ব্যক্তির গোস্ত যাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব এমন ধনী ব্যক্তিকে দেয়া জায়েজ হবে না। আল-দুর আল-মুখতারের উপর হাশিয়াত আল-তাহতাভী, কুরবানীর বই, কুওয়ায়তাহ-4/166, আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়া-5/300, জাদিদ-5/346)

প্রশ্ন: কুরবানীর পশু ক্রয় করলে অনেক সময় তার সাথে মোবাইল, ফ্রিজ ইত্যাদি ফ্রি দিয়ে থাকে এখন আমার প্রশ্ন হল উক্ত ফ্রিজ বা মোবাইল কি সদকা করে দিবে নাকি ব্যবহার করতে পারবে। প্রমান সহকারে জানালে উপকৃত হব।

উত্তর: ফ্রিতে মোবাইল ফ্রিজ এটা রাখতে পারবে। এটা সদকা করে দেয়া আবশ্যক নয়। কারণ, এর সাথে কুরবানী পশুর কোন সম্পর্ক নেই। কেবলমাত্র কুরবানী পশুর সাথে সম্পর্কিত বস্তুই সদকা করা মুস্তাহাব বলা হয়েছে। যেমন, কুরবানী পশুর দুধ, রশি ইত্যাদি। কিন্তু অন্যান্য বস্তু এর অন্তর্ভূক্ত হবে না।

ويتصدق بجلدها وكذا بجلالها وقلائدها فانه يستحب(رد المحتار، زكريا-474/9، كرتاشى-328/6، تبيين الحقائق، كتاب الأضحية، مكتبة امدادية ملتان-8/6، البحر الرائق، كويته-178/8)

وَإِذَا ذَبَحَهَا تَصَدَّقَ بِجِلَالِهَا وَقَلَائِدِهَا، كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ (الفتاوى الهندية-300/5، الفتاوى التاتارخانية-17-442)

প্রশ্ন: কুরবানীর পশুর বয়সের ক্ষেত্রে চন্দ্র বছরের হিসাব জরুরী, না বাংলা সনের ভিত্তিতে হিসাব করলেও সহীহ হবে?

উত্তর: কুরবানী পশুর বয়সসীমা চান্দ্র মাস অনুপাতে গ্রহণযোগ্য।

কারণ, শরয়ী যত ইবাদত সময়, মাস, বছর ও তারিখ সম্পর্কিত, তা সবই আরবী হিজরী বর্ষ অনুপাতে নির্ধারিত হয়। ইংরেজী বা বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুপাতে হয় না।

আমরা জানি যে, আরবী বর্ষ পূর্ণ হয় ৩৫৪ দিনে। কিন্তু ইংরেজী ও বাংলা বর্ষ পূর্ণ হয় ৩৬৫ দিনে।

যেহেতু আরবী এর তুলনায় ইংরেজী ও বাংলা সন এ বছর হতে সময় বেশি লাগে। তাই বাংলা ও ইংরেজী সন অনুপাতে বছর গণনা হিসেবে বছর হলেও উক্ত পশু দিয়ে কুরবানী করা জায়েজ হবে। যেহেতু আরবী বর্ষ অনুপাতে এর আগেই বছর পূর্ণ হয়ে যায়।

الحول القمرى لا الشمسى (رد المحتار، زكريا-175/3، كرتاشى-259/2)

العبرة فى الزكاة للحول القمرى كذا فى القنية (الفتاوى الهندية-175/1)

سئل الحسن بن على رضى الله عنه عن الحول فى الزكاة أقمرى أم شمسى؟ فقال قمرى (الفتاوى التاتارخانية-134/3، رقم-3937، البحر الرائق، زكريا-203/2، رد المحتار-175/3)

وتقدير هذه الأسنان لما قلنا، يمنع النقصان ولا يمنع الزيادة حتى لو ضحى بأقل من ذلك شيئا لا يجوز (الفتاوى الهندية-297/5، جديد-343/5، بدائع الصنائع، زكريا-206/4، كرتاشى-70/5)

প্রশ্ন: হারাম টাকার মালিকের উপর কী কুরবানী আবশ্যক হয়? যদিও তার অনেক সম্পদ থাকে। দয়া করে জানাবে।

উত্তর: না, এমন ব্যক্তির উপর কুরবানী আবশ্যক হয় না। তার উচিত হারাম টাকা প্রকৃত হকদারের কাছে ফেরত দেয়া। অথবা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া দান করে দেয়া। بعقد فاسد، كالبيوع الفاسدة والاستئجار على المعاصي والطاعات، أو بغير عقد، كالسرقة والغصب والخيانة والغلول، ففي جميع الأحوال المال الحاصل له حرام عليه، ولكن إن أخذه من غير عقد ولم يملكه يجب عليه أن يرده على مالكه إن وجد المالك، وإلَّا ففي

جميع الصور يجب عليه أن يتصدق (بذل المجهود فى حل سنن ابى داود، كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، رشيدية سهارنبور-37/1، مركز الشيخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية، الهند-359/1)

إنْ عَلِمَ أَرْبَابَ الْأَمْوَالِ وَجَبَ رَدُّهُ عَلَيْهِمْ، وَإِلَّا فَإِنْ عَلِمَ عَيْنَ الْحَرَامِ لَا يَحِلُّ لَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ بِنِيَّةِ صَاحِبِهِ، (رد المحتار، كتاب البيوع، باب البيع الفاسد، مطلب فيمن ورث مالا حراما، 99/5-زكريا-37/7، كرتاشى)

تجزيه لعدم ا لملك (رد المحتار، كتاب الأضحية، غصب شاة فضحى بها عن نفسه لا زكريا-478/9، كرتاشى-331/6، البناية-631/12)

প্রশ্ন:কেউ যদি একটি ছাগল ছিন্নি দেওয়ার নিয়ত করে তারপর কুরবানি ইদ এসে যাওয়ায় সেই পশুটিকে কুরবানি দেয় সেক্ষেত্রে কি তার কুরবানি জায়েজ হবে?

উত্তর: হ্যাঁ কোরবানি করা জায়েজ হবে।

ومن ههنا علم أن البقرة المنذورة للأولياء كما هو الرسم فى زماننا حلال طيب لأنه لم يذكر اسم الله عليها وقت الذبح وإن كانوا ينذرونها (تفسيرات احمدية، سورة بقرة، آيات-173، اشرفية ديوبند-42)

إن بدل المتقرب نيته قبل ذبح البقرة وقصد التقرب بإراقة دمها إلى الله تعالى وتاب عن ما صدر منه من قصد التقرب إلى غيره تعالى ثم ذبحها إلى الله تعالى حلت البقرة وحل أكلها (كفاية المفتى، جديد زكريا-233/8، جديد زكريا مطول-241/1)

وما ذبح على النصب المعنى والنية فيها تعظيم النصب لا أن الذبح غير جائز (تفسير قرطبى، سورة المائدة، تحت تفسير الآية-3، دار الكتب العلمية بيروت-39/6)

প্রশ্ন ১টি গরুতে ৫জন অংশিদার কিন্তু এই ৫জন অংশিদারের মধ্যে একজন অংশিদারের অবস্থা হলো- যার দুই ছেলে [সমান বা কম বেশি] টাকা দিয়ে তার বাবার নামে একটি অংশিদার হয়েছেন। এবং দুই ভায়ের সংসারও পৃথক।

উপরোক্ত দুই ভায়ের টাকায় তার বাবার নামে একটা অংশ হওয়াতে কি সবার কুরবানি বৈধ হবে? ফিকাহ ও হাদিসের আলোকে জানালে উপকৃত হতাম।

উত্তর: এক অংশে দুইজন শরীক হওয়ায় উক্ত কুরবানীটি শুদ্ধ হয়নি। কারণ, এক অংশে একজনই অংশীদার হতে পারে।

এ কারণে বাকি অংশীদারদের কুরবানীটিও বাতিল হয়ে যাবে। [কিতাবুন নাওয়াজেল-১৪/৫৩২]

তবে যদি দুই ভাই মিলে এক অংশের টাকার মালিক বাবাকে বানিয়ে দেয়, কিংবা দুইজনের একজনকে টাকার মালিক বানিয়ে দেয়, তারপর তিনি তার নিজের পক্ষ থেকে কিংবা বাবার পক্ষ থেকে কুরবানী করে, তাহলে উক্ত কুরবানীটি শুদ্ধ।

কারণ, তখন এক অংশে একজনই অংশীদার হচ্ছে।

যা প্রশ্নে উল্লেখিত সূরতে হয়নি। এ কারণে প্রশ্নে উল্লেখিত সূরতে কুরবানী শুদ্ধ হয় না।

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ: «فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَشْتَرِكَ فِي الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ، كُلُّ سَبْعَةٍ مِنَّا فِي بَدَنَةٍ»

হযরত জাবের বিন সামরা রাঃ থে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল সাঃ এর সাথে হজ্ব থেকে হালাল হতে গেলাম। তখন তিনি আমাদের আদেশ করলেন একটি উট ও একটি গরুতে সাতজন করে শরীক হতে। {সহীহ মুসলিম, হাদীস নং-**১৩১৮**}

ولو لأحدهم أقل من سبع لا يجز عن أحد (الدر المختار مع رد المحتار-9/457)

واذا كان الشركاء فى البدنة أو البقرة ثمانية لا يجزئهم، لأن نصيب أحدهم أقل من السبع (الفتاوى التاتارخانية، كتاب الأضحية، الفصل الثامن فيما يتعلق بالشركة فى الضحايا-17/453، رقم-2780)

ولا يجوز بعير واحد ولا بقرة واحدة عن أكثر من سبعة، ويجوز ذلك عن سبعة أو أقل من ذلك، وهذا قول عامة العلماء... والصحيح قول العامة لما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة.... ولأن القياس يأبى جوازها

عن أكثر من واحد لما ذكرنا أن القربة فى الذبح، وأنه فعل واحد لا يتجزأ، لكنا تركنا القياس بالخبر المتقتضى للجواز عن سبعة مطلقا، فيعمل بالقياس فيما وراءه، لأن البقرة بمنزلة سبع شياه (بدائع الصنائع-4\206-207)

প্রশ্ন: গত কয়েকদিন আগে এক ব্যক্তি তার ছেলের প্রতি রাগান্বিত হয়ে তাকে বলেন, বদমাইশ ছেলে তুই মারা যা। তুই মারা গেলে আমি একটি ষাঁড় কুরবানী করব। ঘটনাক্রমে ছেলেটি কয়েকদিন পরে মারা যায়। এমতাবস্থায় উক্ত ব্যক্তির উপর কুরবানী করার হুকুম কি?

উত্তর:তার মান্নতকৃত বস্তুটি পূর্ণ হওয়ায় তার জন্য উক্ত মান্নতের কুরবানী করা আবশ্যক।

যদি তার উপর এমনিতেই কুরবানী আবশ্যক থেকে থাকে, তাহলে তা স্বতন্ত্রভাবে দিতে হবে। আর মান্নাতের ষাড় কুরবানী আলাদাভাবে দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, মান্নতের কুরবানীর গোস্ত নিজেরা এবং নিজ নিকটাত্মীয়দের খাওয়ানো যায় না, পুরোটাই গরীবদের মাঝে বন্টন করে দিতে হয়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ، فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ (سنن أبى داود، كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر نذرا لا يطيقه-2\478، دار السلام، رقم-3322)

علق النذر بما هو معصية كقوله إن كلمت أبى فعلى نذر فهو كما لو علقه بمباح إن ابهم وكان عليه أن يحنث نفسه ويكفر لأنه إذا عرى عن النية فهو يمين وإن نوى شيئا بعينه فهو على ما نوى ولا يحنث نفسه فى المباح (بزازية، كتاب الأيمان، النوع الثالث فى النذر، على هامش الهندية-4\272، جديد-1\177)

ومن نذر نذر مطلقا فعليه الوفاء...... بما سمى وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر (هداية، كتاب الأيمان، باب ما يكون يمينا وما لايكون يمينا-2\483، المبسوط للسرخسى-8\163، الدر المختار مع رد المحتار-5\515)

الواجبة والسنة سواء إذا لم تكن واجبة بالنذر، وإن وجبت به فلا يأكل   هذا فى الأضحية منها شيئا ولا يطعم غنيا سواء كان الناذر غنيا أو فقيرا لأن سبيلها التصدق (رد المحتار-9\473)

প্রশ্ন- যার উপর কুরবানী ওয়াজিব সে নিজের নামে না দিয়ে অন্যের নামে কুরবানী দিতে পারবে কিনা যেমন সে তার নিজের নামে না দিয়ে তার বাবার নামে দিলো অথচ ওয়াজিব তার উপরে? জাযাকুমুল্লাহু খাইরান

উত্তর: না। নিজের পক্ষ থেকেই কুরবানী দিতে হবে। নিজের উপর কুরবানী আবশ্যক হলে অন্যের পক্ষ থেকে কুরবানী দিলে নিজের ওয়াজিব কুরবানী আদায় হবে না।

তাই নিজের পক্ষ থেকে আগে আদায় করতে হবে। তারপর আলাদা অংশে অন্য কারো পক্ষ থেকেও আদায় করতে পারবে।

وهى واجبة على حر موسر عن نفسه لأنه أصل فى الوجوب عليه (مجمع الأنهر، كتاب الأضحية-4\166، قديم-2\516)

وتجب على كل حر مسلم موسر مقيم عن نفسه، وقوله عن نفسه لأنه أصل فى الوجوب عليه (البحر الرائق، كتاب الأضحية-8\318-319)

تجب على حر مسلم عن نفسه (رد المحتار-9\457)

প্রশ্ন: বর্তমান চীন কৃত্রিম, নকল সকল কিছু বানাতে সক্ষম। যেমন ডিম, চাল, মুরগি ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে তারা যদি কৃত্তিম গরু তৈরি করে ঐ গরু দিয়ে কোরবানী দেওয়া জায়েজ আছে কি?

প্রমাণ সহকারে বিস্তারিত জানানোর আহবান জানাচ্ছি।

উত্তর: কোন কিছু না হবার আগেই উদ্ভট প্রশ্ন করা উচিত নয়। তাই এহেন মানসিকতা পরিহার করা উচিত।

যদি গরু থেকে প্রজনন ছাড়া অন্য কোন উপায়ে গরুর মত কোন প্রাণী তৈরী করা হয়, সেটি গরু হবে না, বরং অন্য কোন প্রাণী হবে।

কুরবানী বৈধ হবার জন্য শর্ত হল, পশুটি মায়ের পেট থেকে বের হওয়া প্রাণী হতে হবে। সেই সাথে তা নির্দিষ্ট প্রাণী যথা, উট, গরু,মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা, মেষ হতে হবে। সেই সাথে আরেকটি শর্ত হল, তা গৃহপালিত হতে হবে।

যেহেতু কৃত্রিম গরু যদি আবিস্কারও করা হয়, কিন্তু তাতে উপরোক্ত শর্তাবলী না থাকায়, তা দিয়ে কুরবানী করা শুদ্ধ হবে না।

والمتولد بين الأهلى والوحشى يتبع الأم (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الأضحية-9\466)

وفى المتولد بين الوحشى والأهلى يعتبر الأم إن كانت وحشية لا تجزئ فى الأضحية وإن كانت ا لأم أهلية تجزئ (تاتارخانية-17\433، رقم-27739، الفتاوى الهندية-5\297، جديد-5\343)

فلو نزا ثور وحشى عى بقرة أهلية فولدت ولدا يضحى به دون العكس، لأنه يفصل عن الأم وهو حيوان متقوم تتعلق به الأحكام، ومن الأب ماء مهين ولذا يتبع الأم فى الرق الحرية (رد المحتار، كتاب الأضحية-9\466، بدائع الصنائع-4\203)

فهو أن يكون من الاجناس الثلاثة الغنم او الابل او البقر ويدخل فى كل جنس نوعه، والذكر والانثى منه (الفتاوى الهندية-5\297، تبيين الحقائق-6\483، الدر المختار مع رد المحتار-9\466، بدائع الصنائع-4\205)

الصنائع-5\59، خانية وإن ضحى بظبية وحشية ألفت أو ببقرة وحشية ألفت لم يجز (بدائع (على هامش الهندية-3\348، الفتاوى الهندية-5\297، الجوهرة النيرة-2\285

প্রশ্ন: জেনেটিক ইনজিনিয়ারিং

যেমন গরু শুকর ইত্যাদির dna (বির্য) দিয়ে নতুন প্রজাতির প্রাণী হয়, ঐ প্রাণী থেকে বীর্য নিয়ে গরুর মধ্যে দেওয়া হলে ঐ গরু খাওয়া জায়েজ হবে কি?

দলিল প্রমান সহকারে বললে খুব উপকার হবে।

উত্তর: যদি গরু থেকেই বাচ্চা হয়, তাহলে মায়ের জাত হিসেবেই উক্ত পশুকে ধরা হবে। সেই হিসেবে উক্ত গরু দিয়ে কুরবানী দিতে কোন সমস্যা নেই। যদিও তার মাঝে অন্য প্রাণীর বীর্য পুশ করা হয়ে থাকে। কারণ, পশুর জাত তার মা হিসেবে নির্ণিত হয়।

والمتولد بين الأهلى والوحشى يتبع الأم (الدر المختار مع رد المحتار، كتاب الأضحية-9\466)

وفى المتولد بين الوحشى والأهلى يعتبر الأم إن كانت وحشية لا تجزئ فى الأضحية وإن كانت ا لأم أهلية تجزئ (تاتارخانية-17\433، رقم-27739، الفتاوى الهندية-5\297، جديد-5\343)

فلو نزا ثور وحشى عى بقرة أهلية فولدت ولدا يضحى به دون العكس، لأنه يفصل عن الأم وهو حيوان متقوم تتعلق به الأحكام، ومن الأب ماء مهين ولذا يتبع الأم فى الرق الحرية (رد المحتار، كتاب الأضحية-9\466، بدائع الصنائع-4\203)

প্রশ্ন: যদি কোন পশু জন্মগতভাবে অন্ডকোষ একটা থাকে তাহলে তা দ্বারা কোরবানি ছহি হবে কি না?

উত্তর: অন্ডকোষ একটা থাকুক বা না’ই থাকুক সর্বাবস্থায় উক্ত পশু দিয়ে কুরবানী করা জায়েজ।

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الذَّبْحِ كَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مُوجَأَيْنِ

জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর দিন দু'টি ধূসর বর্ণের শিংবিশিষ্ট ও খাসী করা দুম্বা যবাহ করেন। [সুনানে আবূ দাউদ, হাদীস নং-২৭৯৫]

ويضحى بالجماء والخصى (رد المحتار، كتاب الأضحية-9\467، البحر الرائق-8\323، تاتارخانية-17\426، رقم-27715)

والخصى أفضل من الفحل لأنه أطيب لحما (الفتاوى الهندية-5\399، جديد-5\345، تاتارخانية-17\434، رقم-27743)

প্রশ্ন : নারী কোরবানির পশু জবাই করলে

উত্তর: কোরবানির পশু যদি কোনো নারী জবাই করে, তাহলে কোনো সমস্যা নেই। কোরবানি আদায় হয়ে যাবে। তবে শর্ত হলো, আল্লাহর নামে অর্থাৎ 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে জবাই করতে হবে। (ইমদাদুল ফাতাওয়া : ৩/৫৪৮)

প্রশ্ন: চুরি করে আনা পশু দিয়ে কোরবানি করা

উত্তর: যদি কোনো পশু চুরি করে আনা হয়, আর এ বিষয়টা নিশ্চিতভাবে জানা যায়, তাহলে চুরিকৃত পশু ক্রয় করে কোরবানি করলে কোরবানি শুদ্ধ হবে না। কেননা, রাসুল (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোনো চুরির বস্তু, চুরির মাল জেনেও ক্রয় করবে, সেও সেই অপরাধে এবং গোনাহে (সমানভাবে) অংশীদার হবে।' (শুআবুল ঈমান লিল বাইহাকি : ৫১১২

প্রশ্ন : এ বৎসরের কুরবানী আগামী বৎসরে করা ?

যেমন: একজন লোকের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব এবং সেও নিয়ত করেছে কুরবানী করবে। কিন্তু গিয়ে দেখল পশুর খুব দাম | তাই সে এবার কুরবানী করল না। এখন সে যদি আগামী বৎসর কুরবানী করে, তাহলে কি তার একটা করলেই চলবে, না দুইটি করতে হবে?

উত্তর: কুরবানীর কাযা নেই তাই দাম বেশী হলেও সামর্থ অনুপাতে

না করতে পারলে তার মূল্য সদকা করে দিতে হবে। পরবর্তী বছর দুইটি

কুরবানী করলে বিগত বছরের দায় এড়ানো যাবে না।[প্রমাণঃ ফাতাওয়া রহীমিয়া ৩:১৮০ ফাতাওয়া মাহমুদিয়া ১২:৩৩৫]

প্রশ্ন: মিনায় কুরবানী না করে তার মূল্য দেশে পাঠিয়ে দেয়া

উত্তর : হজ্জ করা অবস্থায় যদি আমরা হজ্জের কুরবানী এখানে না বলি, তা হলে আমাদের কুরবানী ও হজ্জ আদায় হবে কি না? জবাবঃ আপনার মীকাতের মধ্যে অবস্থান করার কারণে আপনাদের ‘‘হজ্জে ইফরাদ' করতে হবে। আর হজ্জে ইফরাদ পালনকারীদের উপর কুরবানী করা জরুরী নয়। নফল হিসেবে কুরবানী করতে পারে। তবে আপনার কুরবানী করার ইখতিয়ার থাকবে। তবে ধনীদের উপর যে কুরবানী ওয়াজিব, তার জন্য মুকীম হওয়া শর্ত। হজ্জের সফরে মুসাফির হলে এ কুরবানী ওয়াজিব হবে না। করলে তা নফল হবে। আর মুকীম হয়ে গেলে, এ কুরবানী করতে হবে। তখন সেই কুরবানী সেখানেও করতে পারেন বা দেশের বাড়ীতে করার জন্য বলতে পারেন ।[প্রমাণঃ আদ্দুররুল মুখতার ৬:৩১৫]

প্রশ্ন: কুরবানীর পশু যবেহ করে টাকা গ্রহণ করা

উত্তর: কুরবানীর পশু যবেহ করে টাকা গ্রহণ করা জাযিয় আছে কি? জবাবঃকুরবানীর জানোয়ার স্বহস্তে যবেহ করা উত্তম। কিন্তু, কেউ যদি জবেহ করতে না পারে, তাহলে অন্যের সাহায্য নিতে পারে। সেক্ষেত্রে অন্য ব্যক্তির জন্য কুরবানীর পশু যবেহ করে তার বিনিয়ম গ্রহণ করা জায়িয আছে। বরং বিনিময় নেয়াটা যবেহকারীর হক। তবে সেই বিনিময় কুরবানীর গোশত বা চামড়ার দ্বারা লেন দেন করা নিষেধ। অবশ্য কেউ যদি আল্লাহর ওয়াস্তে অন্যের জন্র যবেহ করে দেয়, তাহলে তার জন্য উত্তম। তবে কেই যদি কোন ছীনি প্রতিষ্ঠানের গরীব মিসকীনদের জন্য জন্য যবেহ করার বিনিময় কেউ দিলে, তা নিজে না নিয়ে উক্ত প্রতিষ্ঠানে জমা দেয়া উচিত [প্রমাণ আযীযুল ফাতাওয়া ১:৬৬৯% কিফায়াতুল মুফতী ৮:২৪৫]

প্রশ্ন: আমি মান্নত করেছিলাম, পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করলে একটি ছাগল সদকা করব। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে আমার ফলাফল ভালো হয়েছে। এখন আমি ছাগল সদকা করতে চাচ্ছি। আমি জানতে চাচ্ছি, কেমন ছাগল সদকা করতে হবে? অর্থাৎ ছাগলের বয়স কত বছর হতে হবে?

উত্তর: আপনি যেহেতু ফলাফল ভালো হলে ছাগল সদকা করার মান্নত করেছেন তাই আপনার উপর এখন ছাগল সদকা করা জরুরি। হাদিস শরিফে এসেছে, রাসূল (সা.) বলেন-

من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه

‘যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মান্নত করে সে যেন তার আনুগত্য করে। আর যে তার অবাধ্যতার মান্নত করে সে যেন তা না করে।’ [সুনানে তিরমিযি, হাদিস: ১৫২৬]

আর এ ক্ষেত্রে ছাগলটি কুরবানি করার উপযুক্ত হতে হবে। অর্থাৎ কমপক্ষে এক বছর বয়সী হতে হবে।

খুলাসাতুল ফাতাওয়া ২/১২৯; ফাতাওয়া হিন্দিয়া

প্রশ্ন: জবাইয়ের আগে চামড়া বিক্রি

উত্তর: অনেক সময় চামড়াক্রেতাদের পীড়াপীড়িতে পশু জবাইয়ের আগেই চামড়া বিক্রি করে ফেলে। এমনকি মূল্যও নিয়ে নেয়। এমনটি করা নাজায়েয। চামড়া ছিলার আগে বিক্রি করা জায়েয নয়। তাই প্রয়োজনে যবাইয়ের আগে বিক্রির ওয়াদা করা যেতে পারে, বিক্রি করা যাবে না। -আলমগীরী ৩/১২৮; আদ্দুররুল মুখতার ৫/৬৩

প্রশ্ন: আকীকা না দিলে কুরবানী

উত্তর: অনেকের ধারণা, আকীকা না দিলে কুরবানী দেওয়া যায় না। তাই অনেকে কুরবানীই করে না। আবার অনেকের উপর কুরবানী ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও কুরবানী না দিয়ে আকীকা দেয়। অথচ এটি একেবারেই অমূলক। একটির সঙ্গে অপরটি শর্তযুক্ত নয়। তাই কোন কারণে আকীকা দেওয়া না হলেও ওয়াজিব কুরবানী অবশ্যই দিতে হবে।(আল কাউসার)

প্রশ্ন: কুরবানীর দিনগুলোতে অন্য পশু জবাই করা

উত্তর: অনেকের ধারণা, কুরবানীর তিন দিন কুরবানীর পশু ছাড়া অন্য কোন পশু জবাই করা যাবে না। এমনকি হাঁস-মুরগী বা গরু-ছাগলও নয়। এটি ভুল ধারণা। তবে কুরবানীর নিয়তে হাস, মুরগী ইত্যাদি (যেগুলো দ্বারা কুরবানী সহীহ নয়) জবাই করা ধনী-গরিব সকলের জন্যই নাজায়েয। গোস্তের প্রয়োজনে জবাই করতে কোন সমস্যা নেই। খুলাসাতুল ফাতওয়া ৪/৩১৪; বায্যাযিয়া ৬/২৯০; আদ্দুররুল মুখতার ৬/৩১৩; আলমগীরী ৫/৩০০

প্রশ্ন : কোরবানির গোশত তিন ভাগ করা কে জরুরি মনে করা।

উত্তর : অনেকে কুরবানীর গোস্ত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজে রেখে, এক ভাগ আত্নীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী ও এক ভাগ ফকীর মিসকীনকে দেওয়া জরুরি মনে করেন। অথচ এভাবে বণ্টন করা জরুরি নয়, তবে উত্তম। কেউ এতে ত্রুটি করলে কোন গুনাহ হবে না এবং কুরবানীরও কোন ক্ষতি হবে না। কেউ কেউ পুরো পশুই ফ্রীজে ঢুকিয়ে রাখে, কিছুই দান করে না। এটাও ঠিক নয়, অনুত্তম। -সূরা হজ্ব ৩৬; বাদায়েউস্ সানায়ে ৪/২২৪; আলমগীরী ৫/৩০০

প্রশ্ন: অধিক মূল্যের বা সবচেয়ে বড় পশু ক্রয়ের প্রতিযোগিতা

উত্তর: আজকাল বিত্তবান লোকদের মধ্যে কে কত বেশি মূল্যের পশু কিনতে পারে কিংবা কার কুরবানীর পশু কত বড় এ নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। এমনকি পার্শ্ববতীর্ দেশ থেকে উট কেনার প্রতিযোগিতা এবং পত্রপত্রিকায় ফলাও করে নাম ছাপা হতেও দেখা যায়। কোন কোন সময় এধরনের নজরকাড়া পশু এলাকায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রদর্শন করা হয়। এসব হল চরম মুর্খতা। কুরবানী কোন আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ইবাদতের জন্য প্রথম শর্ত হল ‘এখলাস’ তথা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য করা। নিজের বড়ত্ব প্রকাশ, লোকের বাহবা পাওয়া, লোকদেখানো মনোভাব ইত্যাদি থাকলে ওই ইবাদত কবুল হবে না।

অবশ্য একথা কারো অজানা নয় যে, কুরবানীর পশু যত বড় হবে এবং যত ভাল হবে তত বেশি নেকী হবে। যদি তা হয় কেবল আল্লাহ তাআলাকে রাজিখুশি করার নিয়তে।

প্রশ্ন: একাই কুরবানী দেওয়ার নিয়তে পশু কিনে পরে শরিক নেওয়া

উত্তর :যদি শরিকে কুরবানী করতে হয়, তাহলে পশু ক্রয় করার আগেই শরিক নির্ধারণ করে নেওয়া উত্তম। যদি এটা সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত ক্রয়ের সময় অন্য শরিক

অন্তভুর্ক্তির নিয়ত করে নিবে। পরে কোনো শরিক পাওয়া গেলে তাকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু অনেক সময় এমন হয় যে, ক্রয়ের সময় একা কুরবানী করার জন্য পশু ক্রয় করে, অতপর কোনো কারণে অন্যকে শরিক করতে হয় এ অবস্থায় মাসআলা কী হবে তা অনেকেরই জানা নেই। তাই মাসআলাটি বিস্তারিত লেখা হল।

ক. পশু ক্রয়কারী ব্যক্তি যদি এমন হয় যার উপর কুরবানী ওয়াজিব, তো যদিও তার জন্য পরবতীর্তে কাউকে শরিক করার সুযোগ আছে, কিন্তু এমনটি না করাই উত্তম। করলে অন্যান্য শরিকদের অংশ পরিমাণ মূল্য সদকা করে দেওয়া উত্তম।

খ. যদি একা কুরবানী করার উদ্দেশ্যে পশু ক্রয়কারী ব্যক্তি এমন হয়, যার উপর কুরবানী ওয়াজিব ছিল না তো তার জন্য অন্য কাউকে ওই পশুর মধ্যে শরিক করা জায়েয নেই। কেননা যার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয় সে যদি কুরবানীর পশু ক্রয় করে এবং ক্রয়ের সময় অন্য কাউকে শরিক করার নিয়ত না থাকে তাহলে তার পুরো পশুটিই কুরবানী করা জরুরি। যদি মাসআলা না জানার কারণে বা অন্য কোনো কারণে দ্বিতীয় কাউকে শরিক করে নেয় তাহলে সে পরিমাণ মূল্য সদকা করে দেওয়া জরুরি। -কাযীখান ৩/৩৫০—৩৫১; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২১০; রদ্দুল মুহতার ৬/৩১৭; তাহতাবী আলাদ্দুর ৪/১৬২

প্রশ্ন: কুরবানীর আগে শরিকদের নাম পড়া

উত্তর : সাধারণত কুরবানীর আগে সকল শরিকের নাম বাপের নামসহ পড়াকে জরুরি মনে করে। ফলে অধিকাংশ জায়গায় পশুকে শুইয়ে বেঁধে জবাইয়ের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত করার পরও জবাইকারীকে ওই নামের তালিকা পড়তে দেখা যায়। এ কাজটি নিতান্তই ভুল। শরিকদের নাম পড়া জরুরি নয়। এমনকি জবাইকারী শরিকদের কথা না জেনে জবাই করলেও সকল শরিকের কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। কেননা কাদের কুরবানী করা হচ্ছে তা তো নির্দিষ্টই আছে। এখন জবাইয়ের মুহূর্তে নামের তালিকা উচ্চারণ

করার কোন প্রয়োজন নেই। জবাইয়ের আগে এভাবে নাম উচ্চারণ করাটা সালাফ থেকে প্রমাণিত নয়। আর এমন অপ্রয়োজনীয় একটি কাজের জন্য পশুকে জবাইয়ের পূর্বে কতইনা কষ্ট দেওয়া হয়।(আল কাউসার)

প্রশ্ন: হুজুরকে দিয়ে যবাই করানো জরুরি মনে করা

উত্তর: অনেকেই কুরবানীর পশু মসজিদের ইমাম বা হুজুরকে দিয়ে জবাই করানো জরুরি মনে করে। অথচ এটি ভুল ধারণা। কুরবানীদাতা জবাই করতে জানলে নিজেই জবাই করা উত্তম। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২২৬৫৭; আলমগীরী ৫/৩০০; ইলাউস্ সুনান ১৭/২৭১-২৭৪; বাদায়েউস সানায়ে ৪/২২২

প্রশ্ন: হালাল পশুর কয়টি জিনিস খাওয়া হারাম

উত্তর- হালাল পশুর সাতটি জিনিস খাওয়া নিষেধ। যথা, ১. প্রবাহিত রক্ত ২. অ-কোষ ৩. চামড়া ও গোশতের মাঝে সৃষ্ট জমাট মাংসগ্রন্থি ৪. মূত্রথলি ৫. পিত্ত ৬ ও ৭. নর ও মাদার গুপ্তাঙ্গ। এ সংক্রান্ত হাদীসটি হল

كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنَ الشّاةِ سَبْعًا: الْمَرَارَةَ، وَالْمَثَانَةَ، وَالْغُدّةَ، وَالحَيَا، وَالذّكَرَ، وَالْأُنْثَيَيْنِ، وَالدّمَ.

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বকরীর সাতটি জিনিস অপছন্দ করেছেন: পিত্ত, মূত্রথলি, মাংসগ্রন্থি, নর ও মাদার গুপ্তাঙ্গ, অ-কোষ, (প্রবাহিত) রক্ত। (কিতাবুল আছার মুহাম্মাদ রাহ., হাদীস ৮০৮)

প্রশ্ন : আকিকা কী? আকীকার হুকুম কী? আকীকার সময় কি নির্ধারিত? কেউ কি নিজের আকীকা নিজেই করতে পারবে? আকীকা আদায়ের নিয়ম কী? আকীকার গোশত কি পিতা-মাতা ও আত্মীয়স্বজনরা খেতে পারবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর: সন্তান জন্মগ্রহণের শুকরিয়াস্বরূপ যে পশু যবাই করা হয় তাকে আকীকা বলে। আর আকীকা করা মুস্তাহাব।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সন্তানের জন্য আকীকা করতে হয়। সুতরাং তোমরা তার পক্ষ থেকে যবাই কর এবং তার 'জঞ্জাল' শ দূর কর (অর্থাৎ চুল চেছে ফেল)। (সহীহ বুখারী ২/৮২২)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন, যার সন্তান ভূমিষ্ট হয় সে যদি শিশুটির পক্ষ থেকে আকীকা করা পছন্দ করে তাহলে যেন তাই করে। (সুনানে নাসায়ী ২/১৬৭)

জন্মের সপ্তম দিনে আকীকা করা উত্তম। সপ্তম দিনে সম্ভব না হলে ১৪ বা ২১ তম দিনে করা ভালো। কেননা হাদীস শরীফে এই তিন দিনের উল্লেখ আছে। এ তিন দিনেও করা না হলে পরে যে কোনো দিন আকীকা করা যেতে পারে।

হযরত আমর ইবনে শুআইব-এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবজাতকের সপ্তম দিনে আকীকা করা, নাম রাখা ও তার জঞ্জাল দূর করার (অর্থাৎ মাথার চুল কাটার) নির্দেশ দিয়েছেন। (মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা ১২/৩২৬)

হযরত বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আকীকার পশু সপ্তম বা চৌদ্দতম বা একুশতম দিনে যবাই করা হবে। (আলমুজামুল আওসাত ৫/৪৫৭)

কারো আকীকা করা না হলে বড় হয়ে নিজের আকীকা নিজেও করতে পারবে।

হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুওয়ত প্রাপ্তির পর নিজের আকীকা নিজে করেছেন। (প্রাগুক্ত ১/৫২৯; মাজমাউয যাওয়াইদ, হাদীস : ৬২০৩; আলমুফাসসাল ফী আহকামিল আকীকা, ড. হুসামুদ্দীন ইবনে মূসা, জামেয়াতুল কূদস, পৃ. ১৪২)

হাসান বসরী রাহ. বলেন, তোমার যদি আকীকা না করা হয়ে থাকে তাহলে তুমি নিজের আকীকা করে নাও। যদিও তুমি ইতিমধ্যেই প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে গেছ। (আলমুহাল্লা ৬/২৪০)

পুত্র সন্তান হলে দুটি আর কন্যাসন্তান হলে একটি ছাগল/ভেড়া/দুম্বা দ্বারা আকীকা করা উত্তম। তবে পুত্রসন্তানের ক্ষেত্রে একটি যবাই করলেও আকীকার হক আদায় হয়ে যাবে। এছাড়া উট, মহিষ, গরু ইত্যাদি দ্বারা আকীকা করা যায়।

হযরত উম্মে কুরয রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, পুত্রসন্তানের পক্ষ থেকে দুটি ছাগল আর কন্যাসন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল যবাই করবে। (জামে তিরমিযী ১/১৮৩)

হযরত ইবনে আববাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত হাসান ও হুসাইন রা-এর পক্ষ থেকে একটি একটি ভেড়া আকীকা করেছেন। (আবু দাউদ ২/৩৯২)

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যার কোনো সন্তান জন্মলাভ করে সে যেন উট, গরু অথবা ছাগল দ্বারা আকীকা করে। (আলমুজামুল আওসাত ২/৩৭১, হাদীস : ৩৭১)

আকীকার গোশত পিতা-মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলেই খেতে পারবে।

হযরত আয়েশা রা. বলেন, (আকীকার গোশত) নিজে খাবে, অন্যদের খাওয়াবে এবং সদকা করবে।

তথ্যসূত্র : https://www.alkawsar.com/bn/qa/answers/detail/653/

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/111536166/